বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>033 >>19 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩৩ >> << ১৯শে, কার্তিক ১৪৩০>>

হামবুর্গ বিমানবন্দরে জিম্মি নাটকের অবসান, আটক ১

বার্লিন ঃ প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর জার্মানির হামবুর্গ বিমানবন্দরে জিম্মি ঘটনার অবসান হয়েছে। পুশিল জানিয়েছে গাড়িতে নিজের মেয়েকে নিয়ে গেট পার হয়ে বিমানবন্দরে ঢুকে পড়া ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। শিশুটি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার রাতে নিজের চার বছর বয়সি মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরে ঢোকেন ওই ব্যাক্তি। এরপর নিজের মেয়েকে জিম্মি করেন তিনি। এই ঘটনায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা ধরে বিমানবন্দর বন্ধ ছিল। জানা গেছে, অস্ত্রধারী ওই ব্যক্তি নিজের গাড়িতে নিজের মেয়েকে নিয়ে গেট পার হয়ে বিমানবন্দরে ঢুকে পড়ার পর তার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। পরিস্থিতি সামলাতে ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ এবং জার্মানির বিশেষ বাহিনী এসডাব্লিওএটি এর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। কর্তৃপক্ষের ধারণা, সন্তান কার কাছে থাকবে সে বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন সেই ব্যক্তি। শনিবার তার স্ত্রী পুলিশকে সম্ভাব্য 'শিশু অপহরণের' বিষয়ে অবহিত করেন এবং এর কিছুক্ষণ পরই সে ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন।

বাজার দর

SENSEX : 64363.78 +282.88
NIFTY : 19230.00 +97.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ 27.00 °c সর্বনিম্ন 15.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.07 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.56 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

সরকারের রোষানলেই কী বানচাল নাট্যমেলা?

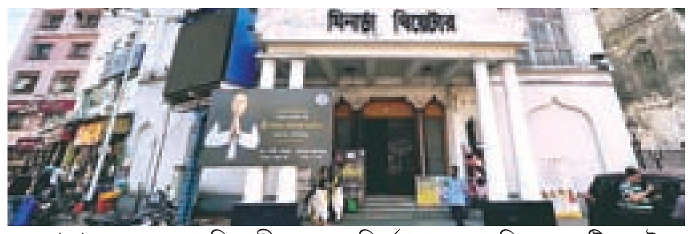

কলকাতা ঃ সরকারবিরোধী মঞ্চে অভিনয়ের পর ঋত্বিক সদনে নাট্যজনের আয়োজন বাতিল করলো কল্যাণী পুরসভা। কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলে মনে করছেন নাট্যজগতের একাংশ।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে কলকাতার শহিদ মিনারে প্রায় ৩০০ দিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সেই মঞ্চে নাটক পরিবেশন করে নদিয়ার একটি দল। চাকদহ নাট্যজন ধর্না মঞ্চে 'জগাখিচুড়ি' নামের নাটক মঞ্চস্থ করে বৃহস্পতিবার। তাতে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি, ডিএসহ নানা বিষয় তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়। এই অভিনয়ের পরই কল্যাণী পুরসভা নাটকের দলটিকে জানায়, নাট্যজনের পূর্বনির্ধারিত নাট্যমেলার জন্য সরকারি প্রেক্ষাগৃহ দেয়া যাচ্ছে না। ২৩ থেকে ২৬ নভেম্বর কল্যাণী পুরসভার অধীন ঋত্বিক সদনে অভিনয়ের কথা ছিল নাট্যজনের। নাট্যব্যক্তিত্ব দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় চারদিনে ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। এরমধ্যে ছিল উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটক 'ব্যারিকেড'। টিকিট বিক্রিও শুরু হয়ে গেছে। তারপরই কল্যাণী পুরসভার চিঠি পেয়ে মাথায় হাত পড়েছে নাট্যজনের।

এই নাট্যদলের কর্মীরা পুরসভার হঠাৎ মত বদলে হতচকিত হয়ে পড়েন। নাট্যজনের সদস্য সুমন পাল বলেন, ''ডিএ মঞ্চ থেকে আমরা তপন থিয়েটারে যাই। সেখানে ওই নাটকেরই অভিনয় ছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। তার আগে ইমেল আসে পুরসভা থেকে।''

এর ফলে এখন অথৈ জলে নাট্যজন। সুমনের বক্তব্য, ''ঋত্বিক সদনে অনুষ্ঠানের জন্য মাস তিনেক ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা। ধর্না মঞ্চে অভিনয়ের পরই ইমেল আসায় মনে হচ্ছে, কোথাও দুটি ঘটনা এক জায়গায় মিলে যাচ্ছে।''

এই ঘটনা কি নিছকই কাকতালীয়? নাট্যজগতের একাংশ অভিযোগ তুলেছে, সরকারবিরোধী মঞ্চে অভিনয় করায় শাসকের তোপে পড়েছে চাকদহ নাট্যজন।

এই অভিযোগ অস্বীকার করে কল্যাণী পুরসভার চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায় বলেন, ''অনুষ্ঠান থাকায় বুকিং বাতিল করা হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।''

অতীতে 'পশুখামার', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর মতো নাটক ঘিরেও একই ধরনের বিতর্ক হয়েছিল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগ উঠেছিল তৎকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের আমলে মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'প্রজাপতি' ছবিটি নন্দনে ঠাঁই না পাওয়ায় প্রশ্ন ওঠে। পরিচালক অনীক দত্তের 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবি মুক্তির পর তার প্রদর্শনীতে বাধা তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

চাকদহ নাট্যজনের ঘটনায় অনেকে অতীতের পরম্পরাই দেখতে পাচ্ছেন। দেবেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি আছে। তার মধ্যে শো বাতিল করলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।''

'জগাখিচুড়ি' নাটকটির লেখক প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য হঠাৎ করে আমাদের শো বাতিল হয়েছিল। তাই ধর্না মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই বাতিল হয়েছে, এমনটা নাও হতে পারে।''

অতীতের অভিজ্ঞতায় তিনি বলেন, ''একবার আমরা রবীন্দ্র সদনের বুকিং পাচ্ছিলাম না সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনুষ্ঠান ছিল। সেটা কানে যেতে বুদ্ধবাবু আমাদের বুকিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন।''

নাট্যজনের সদস্যরাও এ নিয়ে ধাঁধাঁয় রয়েছেন। সুমন পাল বলেন, ''আমরা গোয়েন্দা নই, এর তদন্ত করতে পারব না। ধর্না মঞ্চে অভিনয়ের পরই পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানের বুকিং বাতিল হলে প্রশ্ন তো মনে আসবেই।'' নাট্য জগতের বড় অংশই সরকারের ভূমিকাকে সন্দেহের বৃত্তে রাখছেন। নাট্যকার কৌশিক সেনও বলেন, ''সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে নাট্য প্রদর্শনের কারণে যদি এই শো বাতিল হয়ে থাকে, তবে তা যথেষ্ট নিন্দার।'' পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''যদি নাটকের বিষয়ের জন্য হলের বুকিং বাতিল করা হয়, সেটা খুব অন্যায়। নাটক হোক বা সিনেমা, কোনো প্রদর্শনী বন্ধ করা ঠিক নয়।''

ইউক্রেন সফরে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট

ইউক্রেন ঃ ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন কিয়েভে রয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা শুরুর জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে, ইউক্রেনের অগ্রগতি ঘোষণার কয়েকদিন আগেই শনিবার তার এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইউক্রেন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার আগ্রাসনের কিছু দিন পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সাধারণত কয়েক বছর সময় নেয়। ইউক্রেন সদস্যপদকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছে। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালীন তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগ দিতে চায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বুধবার ঘোষণা করতে যাচ্ছে, ইউক্রেন ডিসেম্বরে এই গোষ্ঠীর সাথে যোগদানের বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারবে কিনা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বৃহস্পতিবার তার দৈনন্দিন ভাষণে বলেছেন, আগ্রাসনে ভূমিকা আছে এমন ২২০টিরও বেশি রুশ প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন ও অত্যন্ত শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ। ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের জন্য প্রযোজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহে রাশিয়াকে সহায়তাকারী চীন, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বৃহস্পতিবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

খুলেছে অধিকাংশ কারখানা, বাড়তি নিরাপত্তার দাবি মালিকদের

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ মজুরির বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষের মুখে বন্ধ হওয়া পাঁচ শতাধিক পোশাক কারখানার বেশিরভাগই শনিবার উৎপাদন কাজ শুরু করেছে।

সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার পর শনিবার সকাল থেকে এসব কারখানা খুলে দেওয়া হয়। তবে কয়েকটি কারখানা খোলার পর সেখানে শ্রমিকরা গেলেও কাজে যোগ দেননি বলে জানা গেছে। আর শ্রমিক অসন্তোষের মুখে বন্ধ হওয়া ৪১টি কারখানা নানা কারণে খুলতে পারেননি মালিকেরা। এদিকে শনিবারও আশুলিয়া এবং গাজীপুরে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকেরা। পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও হয়েছে। কারখানা চালুর বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, ''বেশিরভাগ কারখানা খুলেছে। ৪১টি কারখানা খুলেনি। আশুলিয়ায় ৩৭টি, মাওনা এলাকায় তিনটি এবং মিরপুরে একটি কারখানা বন্ধ আছে।'' তিনি জানান, গত কয়েক দিনে পাঁচ শতাধিক কারখানা বন্ধ করা হয়েছিল। নিরাপত্তার বিষয়ে ফারুক হাসান বলেন, ''শ্রমিক-মালিক-কারখানা সবকিছুরই নিরাপত্তা দরকার। আমি মনে করি নিরাপত্তাব্যবস্থা যতটুকু নেওয়া হয়েছে আমরা এই মুহূর্তে নিরাপত্তা বোধ করছি। কিন্তু আমরা মনে করি আরও নিরাপত্তা দরকার, কারণ মালিকদের মধ্যে টেনশন রয়েছে।'' মজুরির বাড়ানোর বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি হোক মজুরিটা নির্ধারণ হয়ে যাক। সবাই মিলেই মজুরি নির্ধারণ করা হবে। মজুরি বোর্ড যে প্রস্তাব করবে সরকার চাইলে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।''

তিনি বলেন, ''সরকার যে মজুরি নির্ধারণ করে দেবে আমরা কারখানার মালিকদের পক্ষ থেকে বলেছি সেটাই আমরা মেনে নেব এবং ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে।''

''এখন তো যে কোনো জায়গায় অনেক সুবিধাবাদি আছে, পলিটিক্যাল আছে, লোকাল আছে, সবাই তার সুবিধাটা নিতে চায়। আমার মনে হয় সবাই জানে কারা কীভাবে আন্দোলন করছে। আমাদের উদ্দেশ্য হলে ফ্যাক্টরি চালু রাখা, খোলা রাখা, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা। আমার নজর হল শ্রমিকদের মজুরি ভালো করে বাড়ানো, তারা যেন খুশি থাকে এবং সন্তুষ্টি নিয়ে কাজ করেন।''

এদিকে বেতন বাড়ানোর দাবিতে শনিবার গাজীপুর সদরের গড়াগড়িয়া মাস্টারবাড়ির নতুন বাজার এলাকার বিক্ষোভ করেছেন এস এম নিট গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। এসময় পুলিশের তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় শ্রমিকদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে শিল্প পুলিশের এএসপি এবং একজন পরিদর্শক আহত হয়েছেন বরে জানা গেছে। এছাড়া শনিবার সকালে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার আবদুল্লাহপুর-বাইপাল সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন শ্রমিকেরা। পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং জলকামান দিয়ে তাদের সরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের এসপি মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, শনিবার গাজীপুরের একটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। সড়ক অবরোধের শিল্প পুলিশের তাদের করতে দেয়নি। গত কয়েকদিনের থেকে পরিস্থিতি ভালো আছে। আমরা শ্রমিকদের বার্তা দিচ্ছি যে, সরকার তাদের দাবি বিবেচনা করছে। এই কাজে আমরা ফেডারেশনের নেতাদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছি। আর আশুলিয়া শিল্প পুলিশের এসপি মো. শাখাওয়াত হোসেন মাঠে ঝামেলার মধ্যে আছেন জানিয়ে এ বিষয়ে কথা বলেননি। পোশাক শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ঠিক করতে গত এপ্রিলে নিম্নতম মজুর বোর্ড গঠন করে সরকার। এরপর মজুরি নির্ধারণে এই বোর্ড কাজ শুরু করে। গত ২২ অক্টোবর বোর্ডের চতুর্থ সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব করেন। আর মালিকপক্ষ ১০ হাজার ৪০০ টাকা মজুরির প্রস্তাব দেয়। এরপর নূন্যতম মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে ২৩ অক্টোবর থেকে গাজীপুরে আন্দোলন শুরু করেন শ্রমিকেরা। পরে তা আশুলিয়া, সাভার ও ঢাকার মিরপুরে ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় 'কৃতজ্ঞ' জেলেন্সকি

নিউ ইয়র্ক ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বৃহস্পতিবার তার দৈনিক ভাষণে বলেছেন, আগ্রাসনে সহায়তা করে এমন ২২০টি বেশি রুশ সত্তার ওপর নতুন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার চীন,তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের একশ'র বেশি ব্যক্তি এবং সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলো রাশিয়াকে ইউক্রেনে আক্রমণের জন্য অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহে সহায়তা করে থাকে। ইউক্রেনের নেতা বলেন, প্রতিটি নিষেধাজ্ঞাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হতে হবে, যাতে নিষেধাজ্ঞাগুলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য রাশিয়ার কোনো সুযোগ না থাকে। জেলান্সকি বলেন, নিষেধাজ্ঞার শক্তি হলো বিশ্বের শক্তি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে, বৃহস্পতিবার রাশিয়ার হামলায়, ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় খেরসন এলাকায় আরো দুজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। এদের এক জন ৮১ বছর বয়সী নারী এবংঅন্য জন ৬০ বছর বয়সী পুরুষ। এই অঞ্চলে রুশ মলায় এটি সর্বসাম্প্রতিক মৃত্যুর ঘটনা। গভর্নর ওলেক্সান্ডার প্রোকুদিন বলেছেন, বেশ কয়েকটি গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। এই হামলায় আরো চারজন আহত হয়েছেন আর বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অঞ্চলের রাজধানীতে রুশ গোলাবর্ষণে বুধবার এক ব্যক্তি নিহত হন। এর পর এই দুই জন নিহত হলেন। অঞ্চলটিকে খেরসন বলেও ডাকা হয়। হামলায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাকে প্রোকুদিন সর্বনাশা দৃশ্য বলে অভিহিত করেছেন। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা নিয়মিতভাবে সেখানকার প্ল্যান্টে পারমাণবিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করছে। চার মাসের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ চলছে মন্থর গতিতে। এমন প্রেক্ষাপটে জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনি বলেছেন, দুই পক্ষই একটা অচলাবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। মস্কো যুদ্ধকে এমন ভাবে চিত্রিত করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে। এ বিষয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দ্যমিত্রি পেসকভ বলেছেন, রাশিয়া অবিচলভাবে বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে। আর অভিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ অবশ্যই পূরণ হবে।

গবেষণা সয়া চাষের সাথে লিউকিমিয়াতে আক্রান্ত হবার কোনো যোগ প্রমাণিত হয়নি

ব্রাজিলে শিশুদের ক্যান্সারে সয়া চাষের যে সম্পর্ক

ব্রাজিল ঃ ব্রাজিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সয়াবিন উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু সেখানে সয়াচাষে ব্যবহৃত কীটনাশকের সাথে ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যুর যোগ খতিয়ে দেখেছে একটি সাম্প্রতিক গবেষণা।

লিউকিমিয়া এক ধরনের রক্তের ক্যান্সার। ব্রাজিলে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর সাথে সয়া চাষে ব্যবহৃত কীটনাশকের একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পিএনএএস পত্রিকায় ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হয় এবিষয়ে একটি গবেষণাপত্র। গবাদি পশুর ওপর নির্ভরশীল, এমন ফসলের বদলে সয়াচাষের দিকে গত কয়েক বছরে বেশি ঝুঁকেছেন ব্রাজিলের কৃষকরা। ফসল ভালো হবার জন্য ব্যবহার করা হয় একটি বিশেষ রাসায়নিক, গ্লাইফোসেট। এই গ্লাইফোসেট পানিতে মিশে নদীতে পৌঁছায়। পরে, বিভিন্ন এলাকার পানীয় জলের সাথে মিশে শিশুদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

গবেষণার শুরুতে বিজ্ঞানীরা দেখেন, অর্ধেক জনসংখ্যার মানুষের হাতের কাছে পানীয় জলের জন্য একটি নির্দিষ্ট কুপ রয়েছে। বাকি অর্ধেক মানুষ মাটির নিচ থেকে তোলা পানির ওপরেই নির্ভরশীল, যা সহজেই দূষিত হতে পারে। এই দূষণ সবার জন্যে ক্ষতিকর হলেও গবেষকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে কৃষক পরিবারের দশ বছরের কম বয়সি বাচ্চাদের মধ্যে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করা। এর জন্য ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য খতিয়ে দেখে তারা। এই একই সময়ে ব্রাজিলের আমাজন ও সেরাদো-সংলগ্ন এলাকায় সয়া চাষ গতি লাভ করে। গবেষণার খাতিরে বিজ্ঞানীরা নজর দেন অসুস্থ শিশুটির বাসস্থান থেকে নদীর দূরত্ব ও শিশু ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব, এমন হাসপাতাল থেকে শিশুটির দূরত্বের দিকে। দেখা যায়, সেই দশ বছরে মোট ১২৩টি শিশু সয়া চাষজনিত অ্যাকিউট লিমফোব্লাস্টিক লিউকিমিয়ার কারণে মারা গেছে। ''প্রায় অর্ধেকেরও বেশি লিউকিমিয়াজনিত মৃত্যুর সাথে কীটনাশকের সংস্পর্শের বিষয়টি'' জড়িত থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের লিউকিমিয়া সঠিক চিকিৎসা পেলে সেরে যায়।

গবেষণাটি জানায় যে, সয়া চাষ বাড়ার পর এই ধরনের লিউকিমিয়াতে মারা যাওয়া শিশুরা সকলেই নিকটবর্তী হাসপাতাল থেকে একশ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে বাস করত।

বিশ্ব বাজারের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ব্রাজিল সয়া চাষে শীর্ষস্থানে। মার্কিন গবেষক মারিন স্কিডমোর, যিনি এই গবেষণাটির প্রধান গবেষক, বলেন, ''সয়া চাষের পরিধি খুব দ্রুত বড় হয়েছে।'' ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সেরাদো অঞ্চলে এই চাষ তিনগুণ হয়েছে। অন্যদিকে, আমাজন সংলগ্ন এলাকায় সয়া ফসলের পরিমাণ বেড়েছে বিশ গুণ! ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার জানায়, সয়াজনিত পণ্যের মাত্র ২০ শতাংশ মানুষের খাদ্য বাজারে ব্যবহৃত হয়। এর ৮০ শতাংশ যায় পশুপাখিদের খাবার তৈরিতে, বিশেষত সেইসব খামারে যেখানে গরু, মুরগি, ডিম ও দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি হয়।

এই গবেষণাপত্রটির প্রধান খামতি এটাই যে এই গবেষণায় সরাসরিভাবে সয়া চাষের সাথে লিউকিমিয়াতে আক্রান্ত হবার কোনো যোগ প্রমাণিত হয়নি। শুধু একটি সম্পর্কের কথা উত্থাপিত করা হয়েছে সেখানে। ডর্টমুন্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিকস শিক্ষক ও গবেষণা বলেন, এই গবেষণাটির সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীরা অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলি নিয়ে যথেষ্ট ভাবেননি। তার মতে, ''সম্পর্কটি যুক্তিসম্মত ও হয়তো সঠিকও, কিন্তু এই ফলাফলের আরো অন্যান্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে। গবেষকেরা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু আর্থসামাজিক ভ্যারিয়েবলের দিকটি দেখা হয়নি।'' জার্মানির লাইপজিশের আরেক বিজ্ঞানী মাটিয়াস হিজের মতে, কিছু খামতি তাকলেও এই গবেষণা পত্রটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে। গবেষণাটি বলছে, নদীর বিপরীত স্রোতের আশেপাশে থাকা শিশুদের তুলনায় নদীর স্রোতবরারবর যে অঞ্চল, সেখানকার শিশুদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হবার হার বেশি দেখা গেছে। ফলে, ক্যান্সারের সূত্র দূষিত পানীয় জলও হতে পারে। তিনি বলেন, ''এই ধরনের দূষণের পেছনে কীটনাশক ছাড়া আর কোনো কারণের কথা ভাবতেও পারা যায় না।''

সাপে কামড়ালে ওঝাগুনিন নয়, নিকটবর্তী হাসপাতাল এবং চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার বার্তা নিয়েই ভারত থেকে নেপাল যাত্রায় অংশ নিলেন কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুইজন সদস্য

মালদা ঃ সাপে কামড়ালে ওঝা গুনিন নয়, নিকটবর্তী হাসপাতাল এবং চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার বার্তা নিয়েই ভারত থেকে নেপাল যাত্রায় অংশ নিলেন কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুইজন সদস্য । ক্যানিং থেকে সাইকেল করে অহিবান্ধব নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই সদস্য নেপাল যাত্রা শুরু করেছেন । তারা প্রচারের মাধ্যমে সাপকে না মারার বার্তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেই এই সাইকেল যাত্রায় শুরু করেছেন।

শুক্রবার সকালে মালদা শহরে এসে পৌঁছায় ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই সদস্য নিরঞ্জন সর্দার এবং মহিউদ্দিন মন্ডল। তাঁরা এদিন পুরাতন মালদার সর্পবিষারদ নিতাই হালদারকে সঙ্গে নিয়েই একটি সচেতনতামূলক প্রচার চালান। বিষধর সাপের কামড়ে যদি কেউ আক্রান্ত হয়, তাহলে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতাল এবং চিকিৎসকের পরিষেবা নেওয়া উচিত। গুনিন ও ওঝাদের কাছে কোনভাবেই যাওয়া উচিত নয়। এবং সাপকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও মানুষকে সচেতন হওয়া প্রযোজন । প্রকৃতির ভারসাম্য বজায়ের ক্ষেত্রে সাপের প্রযোজনীয়তাও রয়েছে আবশ্যক। এরকমই নানান সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে এদিন সাইকেলে নেপাল যাত্রাকারী ওই দুই সদস্য সাধারণ মানুষের কাছে এমনই বার্তা তুলে ধরেন।

নিরঞ্জন সর্দার জানিয়েছেন, তাদের দলের তিনটি ভাগ করে সাইকেল যাত্রা শুরু হয়েছে। ক্যানিং থেকে তাঁরা নেপাল সাইকেলে করে যাত্রা শুরু করেছেন। পাশাপাশি আরো দুটো টিম বাংলাদেশ এবং ভুটানেও একইভাবে সাইকেল যাত্রা শুরু করেছেন । তাদের এই ধরনের প্রচার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশেও তুলে ধরা হচ্ছে।

মালদার ঐতিহ্য গম্ভীরার সৃষ্টি ও গম্ভীরার সাতকাহনের থিম তুলে ধরা হচ্ছে ইংরেজবাজার শহরের পুড়াটুলি হংসগিরি লেনের নাটমন্দিরের দুর্গা পুজোয়

মালদা ঃ মালদার ঐতিহ্য গম্ভীরার সৃষ্টি ও গম্ভীরার সাতকাহনের থিম তুলে ধরা হচ্ছে ইংরেজবাজার শহরের পুড়াটুলি হংসগিরি লেনের নাটমন্দিরের দুর্গা পুজোয়। মালদার লোকসংস্কৃতি গম্ভীরাকে নিয়ে থিম করার চিন্তাভাবনা তৈরি করতে চলেছে এই ক্লাব। নাটমন্দির পুজো কমিটির কর্মকর্তা রাজা ভৌমিক জানিয়েছেন , পুজো মণ্ডপে আস্ত একটা গম্ভীরাতলার মতো করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে যেমন গম্ভীরা হাস্যরস তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি গম্ভীরা ব্যবহৃত মুখোশ যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও জেলার প্রবাদপ্রতিম গম্ভীরা শিল্পীদের স্মরণ করা হয়েছে। পুজোর বাজেট মাত্র ২ লক্ষ টাকা।

ওই ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, গম্ভীরা ইতিহাস তুলে ধরে ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে নাটমন্দির কর্তৃপক্ষ। জেলার লোকসংস্কৃতি গম্ভীরাকে নিয়ে যে পুজোর থিম হতে পারে, তা দেখিয়ে দিয়েছেন নাট মন্দিরের উদ্যোক্তারা।

অন্যদিকে, ইংরেজবাজার শহরের সিঙ্গাতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এবারে দুর্গা পুজোর থিম সহজপাঠ । এবারে ওই ক্লাবের পূজোর ৭৬ তম বর্ষ । পুজো মন্ডপ সেজে উঠেছে বিভিন্ন বর্ণমালায়। প্রতিমার থিমে প্রকাশ পাবে সমাজে নারী নির্যাতনের বেশ কিছু ছবি। সংশ্লিষ্ট ক্লাব সম্পাদক চন্দন দাস জানিয়েছেন, দূর্গা পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম সারা বছরই করা হয় এই ক্লাবের পক্ষ থেকে। এছাড়া পুজোর কটা দিন বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক শিবির এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা।

এদিকে চাঁচলের দক্ষিণপাড়া দুর্গা পুজোর থিম বদ্রিনাথের মন্দির। সেই মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে পুজো মন্ডপ। এছাড়াও এই পুজো মন্ডপে থাকছে বিভিন্ন চিত্রাকর্ষক আলোকসজ্জা। মন্ডপের উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট । এবারে চাঁচল দক্ষিণপাড়া দুর্গাপুজোর ১৭ তম বর্ষ । পুজো কমিটির সভাপতি অমিতেশ পান্ডে জানিয়েছেন, চতুর্দশীতে পুজোর উদ্বোধন ।এবছর পুজো মন্ডপ তৈরি হচ্ছে বদ্রিনাথ মন্দিরের আদলে। এই পুজো মণ্ডপ দেখতে এবার প্রচুর দর্শনার্থীরা ভিড় করবেন বলেও দাবি সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্যোক্তাদের।

রাজগঞ্জের গন্ডার মোড়ে ট্রাফিক বুথের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুধবার রাজগঞ্জের গন্ডার মোড়ে ট্রাফিক ট্রাফিক বুথের উদ্বোধন করা হয়। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটেরর অধীন ফুলবাড়ি ট্রাফিক আউটপোস্টের তত্ত্বাবধানে ওই ট্রাফিক বুথ পরিচালিত হবে। ট্রাফিক বুথের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

জানা গিয়েছে, স্থানীয়রা দীর্ঘদিন থেকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে গন্ডার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার দাবি করে আসছিলেন। এরপর উদ্যোগী হয় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার।

সিউড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে জরিমানা রিজার্ভ ব্যাংকের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড সিউড়ি শাখাকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানা করলো রিজার্ভ ব্যাংক । সেই বিষয়ে একটা চিঠি এসে পৌঁছেছে ব্যাঙকে । শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । ব্যাঙক পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম বলেন, কেওয়াইসি ত্রুটির জন্য রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ফাইন করা হয়েছে । চৌত্রিশ বছর বাম জমানার অ্যাকাউনট । পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙকে সাড়ে তিন কোটি,আইসিআই ব্যাঙকের সাড়ে তেরো কোটি টাকা ফাইন এসেছে । ইডি সিবিআই একটি নির্দিষ্ট কেসের ভিত্তিতে নিজের কাজ করেছিল । বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয়স্থল । গ্রেপ্তার হওয়া অনুব্রত মণ্ডলের নামে ব্যাঙকে ফেক অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে ।

সরকারি বাস ডাম্পার সংঘর্ষে জখম চল্লিশ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃরবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ষাটনং জাতীয় সড়কে সরকারি বাসের সঙ্গে ডাম্পারের সংঘর্ষে চল্লিশজন জখম হয় । রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । জখম বাসযাত্রী কয়থা গ্রামের মহম্মদ বদরুজামমান বলেন, স্টেট বাস ডাম্পারকে মারলো । বাসের ড্রাইভারের দোষ । ঘটনাস্থলে আসে নলহাটি থানার পুলিশ ।

তৃনমূলকে কটাক্ষ বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রুপপুর গ্রামের তৃনমূল নেতা বাবু দাস বলেন, সামনেই লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনের আগে গ্রামে যদি বিজেপির কর্মী নেতারা ভোট চাইতে আসে তাদেরকে গাছে বেঁধে রাখুন । বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, তৃনমূলের রাঘব বোয়াল যারা যেখানে যাওয়ার চলে গিয়েছে । যে তৃনমূলের কর্তা পুলিসকে হুমকি দিতো সে এখন তিহারে বন্দি । তৃনমূলে যতদিন চুরি করছো ততদিন গুড বয় । গ্রেপ্তার হয়ে গেলে সেই তৃণমূল নেতার মাথা থেকে হাত তুলে নেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী ।

রাজ্যের চার মন্ত্রী কালিম্পং বন্যায় নিহতদের প্রতি তিন লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ কালিম্পং এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে এলেন রাজ্যের চার মন্ত্রী। মঙ্গলবার বিকেলে কালিম্পং এর রংপুর এলাকাতে এসে পৌঁছান প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, শ্রীকান্ত মেহেতা, সত্যজিৎ বর্মন। এদিন রংপুর এলাকাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তারা এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। একইসঙ্গে বন্যা তে ওই এলাকায় যে দুজনের মৃত্যু হয় তাদের পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকার করে চেক তুলে দেন মন্ত্রীরা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রিলিফ ক্যাম্পে থাকা মানুষেরা পুনর্বাসনের দাবী জানান মন্ত্রীদের কাছে। সেই প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই জেলাশাসক এবং প্রশাসনিক স্তরে জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়েছে খুব দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এর পাশাপাশি তিনি জানান ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও কয়েক দিনের মধ্যেই খুলে যাবে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মেয়েটির মৃত্যু

উত্তর দিনাজপুর ঃ রেল লাইনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে সুইসাইড করলে নাকি যুবতী। এমনই ঘটনায় অবাক স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের থানা কলোনি এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবতীর। আত্মহত্যা করেছে বলেন স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় আলুয়াবাড়ি রেল স্টেশনের রেল পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের খুদিগছে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু বাংলাদেশী গরু পাচারকারীর

শিলিগুড়ি ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের খুদিগছে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু এক বাংলাদেশী গরু পাচারকারীর। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে যে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের সময় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় ওই পাচারকারীর। এরপর বিএসএফের জাওয়ানরা ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসে। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে বিএসএফের কাছে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায়ের গাড়ির উপর তৃণমূলের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে বিজেপির থানা ঘেরাও

কোচবিহার ঃ বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায়ের গাড়ির উপর তৃণমূলের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি। বুধবার তুফানগঞ্জ বিধানসভা বিজেপি ১নং মন্ডলের পক্ষ থেকে এই থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের মহিষকুচি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষকুচি বাজার এলাকায় বিজেপির ৪ নং মন্ডলের পক্ষ থেকে বুথ স্বশক্তিকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেই কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে বিজেপি বিধায়ক মালতি ওভার আয়ের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বক্সিরহাট থানার পুলিশ এর পরেই বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায় বক্সিরহাট থানায় ১১ জনের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাই দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়।

ডেপুটি মেয়র ও মেয়র রেস্টুরেন্টের খাদ্যাব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখেন

কলকাতা ঃ খাদ্যরসিক বাঙালিদের কাছে শ্রেষ্ট অভ্যাস খাওয়া দাওয়া, মন্ডপ হাপিং ,আনন্দ ও উদ্দীপনা। খাওয়া দাওয়া মানেই রেস্টুরন্টগুলোতে ভিড় জামানের বা পূজো মন্ডপের আশেরপাশের স্টালে পেট পূজো করা। তাই সাধারণ মানুষের স্বস্ত্যার দিকে নজর রেখে এবার ঝটিকা পরিদর্শনে ডেপুটি মেয়র ও মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য বিভাগ অতীন ঘোষ। এদিন দক্ষিণ কলকাতার গোল পার্কের সংলগ্ন অঞ্চলের রেস্টুরেন্টের খাদ্যাব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। একেবারে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের কিচেনে গিয়ে তাদের খাদ্যের গুণমান, খাদ্য ব্যাবহারিত তেল ,সস্, মসলা কি অবস্থা রয়েছে। সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য সঠিক পদ্ধতিতে ব্যাবহার করা হচ্ছে কি না। সেই সমস্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রেস্টুরেন্টের কর্মীদের থেকে জেনে নিন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এদিন কলকাতা পৌর সংস্থার স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাকার ভট্টাচার্য সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক দের নিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের কিচেনে গিয়ে সরাসরি পরিদর্শন করেন তিনি। এছাড়া খুঁটিয়ে দেখেন খাদ্য পরিবেশক পরিস্কার পরিছন্ন জমা কাপড় পড় খাওয়া দাওয়া পরিবেশন করছেন কি না। এছাড়া কোনো বাসি খাওয়া বা দ্রব্য ব্যাবহার করছে কি না। সেটাও খুঁটিয়ে দেখলেন অতীন ঘোষ। খাওয়া দাওয়ার মধ্যে কোন ধরেনের রং বা ভেজাল রয়েছে কি না। সেটা ও খুঁটিয়ে দেখা হয়। এদিন কলকাতা পৌর সংস্থার ফুড সেফটি অন হুইল গাড়ি সঙ্গে নিয়ে বেরণ ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পূজো মন্ডপের বাইরে থাকা স্টাল গুলি খাদ্যাববস্থা ও খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। ফুটপাতের দুকান গুলিতে ও ঠিক ঠাক ভাবে জিনিসপত্র ব্যাবহার করা হচ্ছে কি না সেটা দেখেন মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য বিভাগ অতীন ঘোষ। পরিদর্শনের পর তিনি জানান যে পুজোর সময় যাতে সাধারণ মানুষ কে ভেজাল খাওয়া পরিবেশন না করা হয়। তার জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সমস্ত রেস্টুরেন্ট দের ফাসাই এর নিয়ম বিধি মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান যে খাদ্যের গুণমান এবং হাইজিন ভাবে খাওয়া দাওয়া তৈরি হচ্ছে কি না। সেটা খুঁটিয়ে দেখা হল বলে জানালেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এদিন তিনি নিজের হাতে কলকাতা পৌর সংস্থার খাদ্য বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশাবলী নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন ডেপুটি মেয়র ও মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য বিভাগ অতীন ঘোষ।

সকালে বাসন্তীতে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের পর বিকালে ঝড়খালি তে উদ্ধার মহিলা মৃতদেহ। তদন্তে পুলিশ

ঝড়খালি ঃ তৃতীয়ার সকালে বাসন্তী শংকর মোড় এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধারে ঘটনার পর আবারো বিকালে আরো এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয় ঝড়খালি থানার জলদান মোড় এলাকায় রাস্তার পাশে ঝোঁপের মধ্যে। স্থানীয়রা প্রথম এই এই মহিলার দেহ দেখতে পায় এরপর ঝড়খালি থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঝড়খালী থানার পুলিশ দেহকে উদ্ধার করে বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে ওই মহিলাকে। মহিলার নাম পরিচয় এখনো কিছু জানা যায়নি। তবে সকালের এক মহিলা আর বিকেলে মহিলার এখনো পর্যন্ত কোনো পরিচয় জানা যায়নি। তবে ঝড়খালি থানাও বাসন্তী থানা পুলিশ দুই মৃতদেহকে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার আরও এক

কলকাতা ঃ সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার ওএমআর শিট প্রস্তুতকারী সংস্থা এসএন বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির এক কর্তা। সিবিআই সূত্রে খবর, ধৃতের নাম কৌশিক মাজি। এর আগে সিবিআই তাঁকে তলব করেছিল। গত মাসে ওএমআর সংস্থার যে দুই আধিকারিকের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৌশিক। কৌশিকের দাশনগরে বাড়ি, অফিসসহ ছ'টি জায়গায় তল্লাশিও চালানো হয়েছিল। এ ছাড়াও সেই সময় সল্টলেকের সৌরভ মুখোপাধ্যায় নামে এক আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সিবিআই সূত্রে খবর মিলেছিল, তাঁদের বাড়ি থেকে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কসহ বহু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, এসএন বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নিয়োগ প্রক্রিয়ার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ওএমআর শিট প্রস্তুত করার দায়িত্বে ছিল। কৌশিক সেই সংস্থারই অন্যতম অংশীদার। নিয়োগকাণ্ডের তদন্ত চলাকালীন সোমবার দুপুরে এই সংস্থারই এক কর্মী পার্থ সেনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, পার্থই দুর্নীতির 'মূল চাবিকাঠি'। সোমবার আলিপুর আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করেছে, ওএমআর শিটের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হয়েছে, তাতে সরাসরি ভাবে যুক্ত পার্থ। তিনিই অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করেছিলেন। পরে সেই তালিকা পর্ষদ অফিসে পৌঁছয়। তালিকায় নাম থাকা বেশ কয়েক জনের চাকরিও হয়েছে বলে দাবি করেছে সিবিআই। আদালতের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পান তদন্তকারীরা। সামনে আসে ওএমআর শিট কেলেঙ্কারির ঘটনা। সিবিআইয়ের দাবি, 'এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি' নামে সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থাকে ওএমআর শিট তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিল প্রাথমিক পর্ষদ।প্রসঙ্গত, এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির বৈধতা নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এরপরই গত সেপ্টেম্বরে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অফিসে তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা। কোম্পানির অফিস, গোডাউন থেকে শুরু করে কর্তা, কর্মীদের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। ১৯ সে অক্টোবর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ কৌশিক মাজির, আলিপুরের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত নির্দেশ দিল

১০ টি লং ব্যারেল বন্দুক উদ্ধার করল নদিয়ার চাপড়া থানার পুলিশ

নদিয়া ঃ পুলিশের বড় সাফল্য, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্ত বেড়া পেরিয়ে পাচার হওয়ার আগে ১০ টি লং ব্যারেল বন্দুক উদ্ধার করল নদিয়ার চাপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই দিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাপড়া থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা আলফা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০টি লং ব্যারেল বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে বন্দুক গুলি বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো করা হয়েছিল বলে তদন্তে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের। কে বাকারা কি উদ্দেশ্যে দুটি দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্ধু গুলি জড়ো করেছিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

উৎসবের মরশুমে হাসপাতালের নার্সিং স্টাফদের সংবর্ধিত করল মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি

কলকাতা ঃ সারা বছরের সাথে সাথে উৎসব অনুষ্ঠানেও কর্মব্যস্ততা তাদের। নিজের পরিবার এবং উৎসব অনুষ্ঠানের যাবতীয় আনন্দ বাদ দিয়ে সর্বদা অন্যের ভালো করার চেষ্টা করেন তারা আর তাদেরই উৎসব মুখরিত দিনে তাদের কাছে গিয়ে সংবর্ধনা জানালো নবদ্বীপ টাউনক্লাব পরিচালিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ীমাতা মহিলা দুর্গাপূজা কমিটির মহিলা সদস্যরা। প্রাক শারদীয়া উপলক্ষে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের কর্মরত নার্সিং স্টাফদের ফুল মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধিত করা হলো। শারদীয় উৎসবের ঠিক আগের মুহূর্তে নিজেদের কর্তব্যের পাশাপাশি সামান্য গান আবৃত্তিতে কিছুক্ষণের জন্য মশগুল হয়ে গেল তারা। উৎসব মুখরিত দিনে নিজেদের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে যারা অন্যের সেবায় নিযোজিত থাকে সেই হাসপাতালের নার্সিং স্টাফদের উত্তরীয় ও মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নিল আনন্দময়ী মাতা মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির সমস্ত মহিলা সদস্যরা।

ছাত্র মৃত্যুর তদন্তে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে মালদা পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ মালদায় ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার তদন্তের স্বার্থে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলো মালদার গাজল থানার একটি পুলিশের দল। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় আসে তারা তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কোন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি ইনচার্জ এর সঙ্গে কথা বলে ফেরত চলে যায় ছাত্র ছাত্রীরা। উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ সোমবার তার বাড়ি মালদা থেকে উদ্ধার হয়।

নকশালবাড়ি বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেন পৌর কর্পোরেশন, মহকুমা পরিষদ এবং বিধায়ক

শিলিগুড়ি ঃ পুজোর প্রাক মূহুর্তে নকশালবাড়ি বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াল শিলিগুড়ি পুরসভা ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। এদিন ৩৮জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের চেক প্রদান করা হয়।ষ পুরসভা ও মহকুমা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে। এদিন নকশালবাড়ি বাজারে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ৪০হাজার টাকার চেক প্রদান করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ পুরসভার কাউন্সিলর ও মহকুমা পরিষদের কর্মাদক্ষরা। মেয়র জানান পুরসভা ও মহকুমা পরিষদ মিলে এই আর্থিক সহায়তা করা হল। এই প্রথম শিলিগুড়ি পুরসভা পুরসভার বাইরে এই ধরনের আর্থিক সহায়তা করল বলে মেয়র জানান। পাশাপাশি বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদের ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। সিকিমের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতা করলেও কালিম্পঙে সহযোগিতা না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়র। অন্যদিকে এদিন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিজেপির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এদিন নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতিকে এক মাসের বেতন তুলে দেন বিধায়ক। আগামী দিনে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৃষ্টি ফাউন্ডেশন আদিবাসী গ্রামে খাবার ও নতুন কাপড় বিতরণ করেছে

শিলিগুড়ি ঃ পূজা উপলক্ষে শিলিগুড়ির কাছে একটি আদিবাসী গ্রামে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। লক্ষণীয় যে শিলিগুড়ি শহর থেকে অল্প দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রামে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। আমবাড়ি বিন্নাগুড়ি অঞ্চলের অফিসের সামনে দিয়ে প্রায় ৪ কিমি ভেতরে আদিবাসীদের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম গোধায়াগঞ্জ পাকরিটোলি ভূঞ্জাবস্তি।যেখানে ৭০ টি পরিবার বাস করে আশ্চর্যের বিষয় এই গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন কয়েকদিন আগে ঢুকলেও অর্থের অভাবে লাইন নিতে পারেনি প্রায় ৪৫ টি পরিবার।

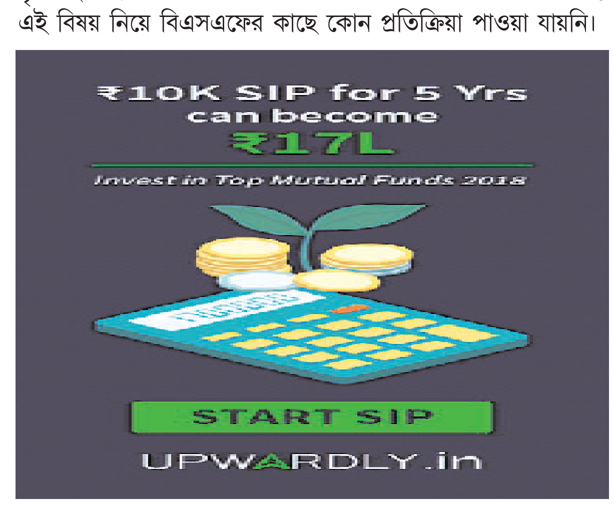

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

हमर जंगल हमर अधिकार
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
अबुआ बीर दिशोम अभियान
का शुभारंभ
अभियान का उद्देश्य
इसके तहत राज्य में पहली बार व्यापक स्तर पर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को उनके दावों के अनुरूप व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा।
मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
विशिष्ट अतिथि
श्री चंपाई सोरेन
माननीय मंत्री, परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
दिनांक: 06 नवंबर, 2023 | समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान: द्वितीय तल स्थित सभागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

হামাসইসরায়েল যুদ্ধ যেভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ফিরে এসেছে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর প্রায় এক মাস ধরে গাজায় ইসরায়েল অভিযান চালাচ্ছে এবং ক্রমাগত স্থল অভিযান জোরদার করেই যাচ্ছে। যাঁরা ইসরায়েল বাস করছেন অথবা আমার মতো প্রবাসে থাকা লোকদের যেসব পরিবার পরিজন সেখানে বসবাস করছেন, তাঁদের কাছে এটি একটি গভীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের সমস্যা হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিশ্বের অগণিত মানুষ সংহতি প্রকাশ করেছে। তবে একেবারে ব্যক্তি পর্যায়ের সম্পর্কের বাইরে এই যুদ্ধ একটি বৈশ্বিক সংকট হয়ে উঠেছে। ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী যে প্রভাব পড়েছে, এই যুদ্ধের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ যুদ্ধের প্রভাব সবার আগে যেখানে অনুভূত হবে, সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্য। বহু বছর ধরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যে বিভ্রমের আশ্রয়

নিয়ে দেশবাসীকে শাসন করে এসেছেন, এই যুদ্ধ সেই বিভ্রম বিভ্রান্তিকে ভেঙে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েল কোনো রকম স্বীকৃতি না দিয়েই আরব দেশগুলোর সঙ্গে মসৃণভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সক্ষম হবে বলে নেতানিয়াহু যে আশা করেছিলেন, সেটি এখন আর সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রশ্ন এখন এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গাজায় আক্রমণের ফল কী হবে না হবে, সে প্রশ্নের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মধ্যপ্রাচ্য শান্তির বিষয়ে ইসরায়েলকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কৌশলনীতি গ্রহণ করতে হবে। সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সৌদি জনগণ ও মুসলিম বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে সৌদি সরকার সম্ভবত এ বিষয়ে সামনে এগোতে ইসরায়েলের কাছে ফিলিস্তিনের জন্য বড় ধরনের ছাড় দাবি করবে। তর্কাতীতভাবেই ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু এই ভাষ্য প্রতিষ্ঠায় কিংবা নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করতে নেতানিয়াহু যে বেপরোয়া অভিযান চালিয়েছেন, তা আঞ্চলিক অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করেছে। নেতানিয়াহু হয়তো ভাবছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের নামমাত্র মিত্রদের নিয়ে তিনি তাঁর 'পছন্দের নক্ষত্রমালা' পুনরায় গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন এবং ইরানবিরোধী সুন্নি আরব দেশগুলোকে নিয়ে 'প্রতিরোধচক্র' গড়ে তুলবেন। এই বৃহত্তর ইস্যুর আড়ালে ফিলিস্তিন ইস্যু চাপা পড়ে যাবে। তবে গাজাইসরায়েলের এই যুদ্ধের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বাইরের দেশগুলোয়ও পড়বে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইউক্রেন। কিছুদিন আগেও সহিংসতা ও বর্বরতার শিকার হওয়া ইউক্রেনীয়দের দুঃখদুর্দশার কথা যেভাবে সামনে আসত, এখন তা আর আসছে না। খারকিভ ও মাউরিপোলে হামলার পর যেসব ধ্বংসলীলার ছবি সংবাদমাধ্যমে এসেছিল, এখন গাজা থেকে সে রকমই হৃদয় বিদীর্ণ করা ছবি আসছে। অধিকন্তু গাজায় ইসরায়েলের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করে অনেকেই ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধকে ইউরোপের 'স্থানীয়' সংঘাত বলে আখ্যা দিচ্ছেন। যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সমর্থনের ওপর ইউক্রেনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, সেহেতু ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধ থেকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ সরে গেলে তা তাদের সংগ্রামের জন্য দুঃসংবাদ হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, যদি ইসরায়েলহামাস যুদ্ধ প্রলম্বিত হয় এবং ইরানের সম্পৃক্তি বাড়ে, তাহলে জ্বালানি তেলের দামের ওপর তার প্রভাব পড়বে।

ভারতে বেড়েছে বেকারত্ব, কর্মহীনতা, রিপোর্ট আন্তর্জাতিক আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার

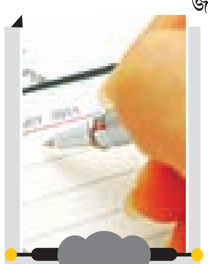

ভবানি দাস
প্রাবন্ধিক

ভারতের কেন্দ্র সরকার চলতি নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কল্যাণ সংকল্প যাত্রা শুরু করতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রচার রথে রথ সওয়ারিরা প্রচার করবেন বিগত সাড়ে নয় বছরে কেন্দ্রে মোদী সরকারের কল্যাণমূলক কর্মসূচি। কিন্তু তার আগে দেশে বেকারত্ব নিয়ে আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি', 'সিএমআই' জানিয়েছে, অক্টোবর মাসে ভারতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ছিল ১০ শতাংশ, যা আগের মাস মানে সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় দুই শতাংশের কিছু বেশি। আর গত বছর অক্টোবরে এই হার ছিল সাত শতাংশের সামান্য বেশি। এই ধরনের সমীক্ষায় বেকার বলতে ধরা হয় কত মানুষ কাজ চেয়ে কাজ পাচ্ছে না। বেসরকারি সংস্থা সিএমআই'র রিপোর্টকে গুরুত্ব দেয় প্রশাসনিক মহল ও শিক্ষা জগৎ। একাধিক রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযোগ করেছে বিভিন্ন সময়। সিএমআই জানিয়েছে, তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী শহরের তুলনায় গ্রামে কর্মসংস্থানের হার প্রায় আড়াই শতাংশ কম। যা ইঙ্গিত করে শহরে কাজের সন্ধানে পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়তি চাপ।

কেন্দ্রে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক বছর পর থেকেই দাবি করতে শুরু করেছে দেশে কর্মসংস্থানে তারা নজির তৈরি করেছে। যদিও বছরে দু কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সরকারি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন কোনও এই রিপোর্টে দেখা যায়নি। বরং সরকারের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিপাকে পড়েছেন সরকারি আধিকারিকেরা। সিএমআই লাগামহীন বেকারিত্ব, কর্মহীনতার যে কারণ উল্লেখ করেছে তাতে বলা হয়েছে, করোনা মহামারী পরিবর্তী আর্থিক পরিস্থিতির বেহাল দশা এর কারণ। ভারতে বিজেপি বিরোধীরা করোনার আগে থেকেই বিমুদ্রাকরণ এবং তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করা নিয়ে সরব। তাদের বক্তব্য, এই দুই ভুল সিদ্ধান্তে ছোট দোকানি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানেই বিপুল কর্মসংস্থান হয়। সেগুলি বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা একশো দিনের কাজের প্রকল্পে গাফিলতিকেও গ্রামে কাজের অভাবের কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যেমন এই প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র। তাছাড়া, গোটা দেশে এই প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে মোদী সরকার। ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

ভগবান কে না মানলে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না

সুনীল কুমার দে

আজকাল ধর্মের কথা ও ভগবানের কথা বললে অনেকের গায়ে ফোস্কা পড়ে ,অযথা তর্ক করে ।কেউ কেউ বলে আমি ধর্ম মানি না,ঈশ্বর মানি না ,আমি নাস্তিক ইত্যাদি।যেন কত বড় বীর পুরুষ ও যোদ্ধা। ধর্ম কে না মানলে ধর্মের কিছু ক্ষতি হয় না।ভগবান কে না মানলে ভগবানের ও কিছু যায় আসে না ।বরং ভগবান কে মানলে ভগবান চিন্তায় পড়েন।যে তাঁর কথা ভাবে ও তাঁকে চিন্তা করে ভগবানকে ও তাঁর কথা ভাবতে হয় ও তার ভালো মন্দ চিন্তা করতে হয় ।এটা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুন কে বলেছেন, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন আমার ভক্ত হয় আবার সেইরূপ কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে একজন আমাকে জানতে পারে । তাই গানে আছে,,তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে।বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খোঁজে বেড়ায় অন্ধকারে।।

প্রভু যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর ভক্ত হতে পারে, প্রভু যাকে ধরা দেন সেই তাঁকে ধরতে পারে।আমরা দেখেছি মহাপাপি ও দস্যু রত্নাকর কে তাঁর কৃপায় মহাকবি ও মহামুনি বাল্মীকি হতে।আমরা দেখেছি দস্যু আঙ্গুলিমাল কে তাঁর কৃপায় বৌদ্ধ ভিক্ষুক হতে।আমরা দেখেছি তাঁর কৃপায় জগাই মাধাই এর মত মাতাল লম্পট ও চরিত্রহীন মানুষদের হরিনাম করতে।আমরা দেখেছি তাঁর কৃপায় নাস্তিক, মাতাল,লম্পট ও চরিত্রহীন গিরিশ ঘোষ কে ভক্ত ভৈরব ও মহাকবি হতে।আমরা দেখেছি নাস্তিক ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ কে তাঁর কৃপায় স্বামী বিবেকানন্দ হতে।এ ধরণের হাজার টা উদাহরণ আছে প্রভুর কৃপায় নাস্তিক ব্যক্তিদের নাস্তিকতা চুর্ন হতে ও তাঁর চরণে স্মরণ নিতে আমরা দেখেছি।আমরা দেখেছি অনেককেই জীবনের অন্তিম সময়ে ধর্ম কে সাথী করতে ও মন্দিরে গিয়ে মাথা খুঁড়তে।ধর্ম ও ঈশ্বর ছাড়া শান্তি লাভের ও আনন্দ লাভের অন্য কোনো আর পথ নেই।মা সারদা দেবী বলেছেন,,, ঈশ্বরে বিশ্বাস হওয়া কি সোজা কথা বাবা।অবিশ্বাস তো জীবনে আসবেই।বিশ্বাস হলো শেষ কথা।বিশ্বাস হলো মানে সব কিছু হয়ে গেল।

যুক্তিবাদি, ঈশ্বর পিপাসু ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী নরেন্দ্র নাথ ঈশ্বরের সত্যতা প্রমান করার জন্য একদা সাধু,সন্ন্যাসী,ধর্ম্ম গুরু মৌলবী,পাদ্রী ও বহু জ্ঞানী,গুণী ব্যক্তিদের কাছে ছুটে বেড়িয়ে ছিলেন ও জিগ্যেস করেছিলেন,,ভগবান কি আছেন, যদি আছেন তবে তাঁকে কি দেখা যায়।নরেন্দ্র নাথের এই প্রশ্নের জবাব সেইদিন কেউ দিতে পারেন নি।অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন জগতে ভগবান বলে কিছু নেই,সব কিছু মানুষের মনের ভ্রম।কিন্তু তাঁর এই মনের ভ্রম কাটানোর জন্য একদিন তাঁকে তাঁর এক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে পাঠান ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে।প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কে একজন পাগল পূজারী ব্রাহ্মণ ও মূর্খ বলেই জানতেন কিন্তু যখন তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিগ্যেস করেন,,আপনি কি ঈশ্বর কে দেখেছেন।

ঠাকুর বিন্দু মাত্র দেরি না করে বলেন,,, হ্যাঁ দেখেছি।এই তোকে যেমন দেখছি তার থেকেও স্পষ্ট ভাবে দেখেছি। এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি।তিনি আরও বললেন, ,, আমি তার সাথে কথা বলি,আমি নিজের হাতে তাকে খাওয়াই।আর তুই যদি তাকে দেখতে চাস তাহলে তোকেও দেখাতে পারি।ঠাকুরের কথা শুনে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ স্তব্দ হয়ে গেলেন।আজ পর্যন্ত এইভাবে এত জোর দিয়ে ঈশ্বর সম্মন্ধে কেউ তো কিছু বলতে পারেন নি।অবিশ্বাসী মন একটু থমকে দাঁড়ালো।আগ্রহ হলো জানতে তাঁকে কে এই লোকটি।আসা যাওয়া শুরু হলো।ঠাকুর ধীরে ধীরে নরেন কে হাতে নাতে সব কিছু দেখিয়ে দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেন।যে নরেন একদিন ঠাকুর কে খামখেয়ালি পাগল বলে উপহাস করেছিলেন তিনিই একদিন তাঁর কৃপায় বিশ্ব বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে বললেন,,ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠায়। সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জুড়ি নেই।সেই নরেন্দ্র নাথ কে যাওয়ার আগে বলে দিয়ে গেলেন, যে রাম, সেই কৃষ্ণ,সেই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।তাই শুরুতেই বলেছি ,,তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে।বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খোঁজে বেড়ায় অন্ধকারে।

রক্তদানের থেকে বড় দান নেই : ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল

সুনীল কুমার

মাতাজী আশ্রমে ১৪ তম রক্তদানে শিবির আয়োজিত

৬২ জন শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদানে করলেন

প্রতি বছরের মতো এ বছর ও মাতাজী আশ্রম হাতাতে বিভিডিএ জামশেদপুর ও ব্লাড ব্যাংক জামশেদপুরের সহযোগিতায় ১৪ তম স্বেচ্ছিক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো যেখানে একজন মহিলা সমেত ৬২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন।ধুপ ও দীপ জ্বেলে রক্তদান শিবির টিকে শুভ উদ্বোধন করলেন পূর্ব সিভিল সার্জেন ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল।এই উপলক্ষে সম্মানীয় অতিথি রূপে ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল ছাড়াও পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,জিলা পরিষদ সুরজ মণ্ডল,মুখিয়া সুখলাল সরদার,মুখিয়া দেবী ভূমিজ,মুখিয়া দুঃখনি মাই সরদার,সমাজসেবী গণেশ সরদার,সমাজ সেবী জন্মেজয় সরদার আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।সুনীল কুমার দে অতিথীদের ও রক্তদাতাদের স্বাগত জানালেন।শঙ্কর চন্দ্র গোপ রক্তদানের উপিকারিতা সম্বন্ধে আলোক পাত করলেন।মেনকা সরদার মাতাজী আশ্রমের ধার্মিক,সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক কাজের ভুরি ভুরি প্রশংসা করলেন।ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল বললেন,,রক্তদানের মত পুন্য কাজ নেই।রক্তদান সব দানের সেরা দান।পটকা অঞ্চল গ্রামীণ ক্ষেত্রে রক্তদানের ক্ষেত্রে সবার আগে।এর পিছনে সুনীল কুমার দে ও তার সহযোগীদের বিশেষ ভূমিকা ও প্রেরণা আছে।দুলাল মুখার্জি ধন্যবাদ দিলেন।কার্য্যক্রম টিকে সঞ্চালন করলেন রাজকুমার সাহু।এই উপলক্ষে বিবিডিএ ও ব্লাড ব্যাংকের ডাক্তার কর্মচারী ছাড়াও আনন্দ সাহু,মনি পাল,তপন মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল,বলরাম গোপ,সুধাংশু মিশ্র,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,রবিদ্র নাথ দাস,তরুণ দে,অর্জুন মুদি,হেম চন্দ্র পাত্র, সহদেব মণ্ডল, হরগৌরি মাহাতো,সনাতন মাহাতো,দিলীপ মাহাতো,সঞ্জীব সাহ, সুবোধ মণ্ডল,সঞ্জয় সাহু,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,পল্টু মণ্ডল,প্রশান্ত পানীগ্রাহী,স্বপন দে,অরুন দে,শিশির কার্জি,তরুণ মণ্ডল,নীলকমল গোপ,দিলীপ পান্ডা,কমল মিশ্র,কৃষ্ণ গোপ,মহিলা রক্তদাতা মনিকা দাস,মিঠুন সাহু,বীরেন্দ্র সিং,সঞ্জয় মুদি,বিকাশ দে,লোচনা মণ্ডল,সুজতা মরল, চিকু মরল,তপন দে,রাজু কুন্ডু,সঞ্জয় কুন্ডু,নিবারণ মুদি,রেবা গোস্বামী,রিনা মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সাময়িকী

নেতানিয়াহুকে কি আর চায় না হোয়াইট

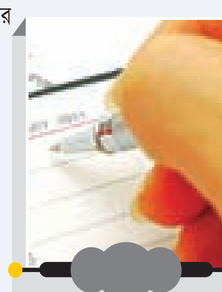

জোনাথন লেমিরি
কলামিস্ট

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর থেকে গাজার নিরীহ মানুষের ওপর রীতিমতো নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। হামাসের ওই হামলায় ইসরায়েলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হন। হামাস এত বড় হামলা চালাল, অথচ ইসরায়েলের সুসজ্জিত ও দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী কেন আগাম তথ্য দিতে পারল না, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। সামনে চলে এসেছে নেতানিয়াহু সরকারের ব্যর্থতা। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও চলছে আলোচনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তারা বলছেন, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক দিন সম্ভবত ফুরিয়ে আসছে। সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় বাইডেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে এই অনুভূতির কথা জানিয়েছেনও। বাইডেন প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ দুই কর্মকর্তা বলেন, সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সঙ্গে এক বৈঠকেও নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা উঠে এসেছে। বাইডেনের ইসরায়েল সফরে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে সেই কথার পুনরাবৃত্তি ছিল। মার্কিন প্রশাসনের বর্তমান ও সাবেক দুই কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, বাইডেন প্রশাসন মনে করে, নেতানিয়াহুর ক্ষমতার দিন শেষ হয়ে আসছে। কয়েক মাসের মধ্যে অথবা গাজায় ইসরায়েলি সেনা অভিযান শেষ হওয়ার পর সম্ভবত নেতানিয়াহুকে চলে যেতে হবে। অবশ্য তাঁরা এও বলছেন, ইসরায়েলি রাজনীতি নিয়ে আগাম অনুমান করা কঠিনই বটে। বাইডেন ও নেতানিয়াহুর একান্ত আলোচনার বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে মার্কিন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলছেন, নেতানিয়াহুর ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে ইসরায়েলি সমাজে নানা হিসাবনিকাশ চলছে। শেষ কথা হচ্ছে, সবকিছুর দায় প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে পড়ে। নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বাইডেন প্রশাসন এমন একটা সময়ে এসব নিয়ে কাজ করছে, যখন ইসরায়েলি নেতা ৭ অক্টোবরের হামলার পর হামাসের বিরুদ্ধে এক জটিল ও রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। চেমালি বলেন, 'এমনকি এই যুদ্ধ যদি চলতে থাকে বা যুদ্ধের নতুন নতুন রণক্ষেত্রও তৈরি হয়, তারপরও আমি বিশ্বাস করি, নেতানিয়াহুকে চলে যেতে হবে। কারণ, ইসরায়েলি জনগণ ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন, নেতানিয়াহু তাঁদের দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি কি না। কেবল হামাসের সঙ্গে চলমান এই যুদ্ধে নয় বরং শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ইসরায়েলের জন্য বৃহত্তর লড়াইয়ে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ দুই কর্মকর্তা বলছেন, গত মাসে প্রেসিডেঃট বাইডেন তেল আবিব সফরকালে ইসরায়েলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি নেতানিয়াহুকে সতর্কভাবে এগোতে এবং ব্যাপকভাবে যুদ্ধে না জড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওই সময় তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছিলেন। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা এবং ভবিষ্যতে গাজায় দখলদারত্বের মতো পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। সফরকালে একপর্যায়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকারের বিষয়টিও চিন্তাভাবনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর এই পরামর্শের গূঢ় অর্থ হচ্ছে এই যে সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে নেতানিয়াহু ক্ষমতায় নাও থাকতে পারেন। অবশ্য হোয়াইট হাউসের আরেক কর্মকর্তা নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর মতে, ইসরায়েলে দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কিছু বলার সময় আসেনি। এসব আলোচনা নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর সম্পর্কে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার এক মুখপাত্র বলেন, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি বা হচ্ছেও না। তিনি বলছেন, 'তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলার বিষয়টিকে আমরা এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।' বর্তমান মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, নেতানিয়াহুর ক্ষমতার যে এই নড়বড়ে অবস্থা, সেটা 'পর্দার আড়ালে'। বাইডেন প্রশাসনের 'অভ্যন্তরীণ' আলাপে এসব কথা উঠে এসেছে। বাইডেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ইসরায়েলের ক্ষমতা ও ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনীতিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপআলোচনা করছেন। মার্কিন প্রশাসনের বর্তমান দুই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের মতে, যাঁরা ভবিষ্যতে ইসরায়েলকে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাঁদের জন্য এসব আলোচনা নতুন করে ভাবনার খোরাক জোগাতে পারে। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা ঠেকাতে নেতানিয়াহু সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতা ইসরায়েলিদের ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। বাইডেন প্রশাসন মনে করে, এতে ইসরায়েলের ক্ষমতায় নেতানিয়াহুর অবস্থান অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। আবার গাজায় চলমান ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব যেভাবে সরব হয়ে উঠেছে, তাতেও তাঁর অবস্থান আরও নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।

জানা অজানা

জীবন্ত জগদ্ধাত্রী

চন্দ্রমোহন দত্ত, মায়ের মন্ত্রশিষ্য। একদিন মা জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর যাচ্ছেন, পথে মায়ের সঙ্গী চন্দ্রমোহন। হঠাৎ চন্দ্রমোহনের কি খেয়াল হল, তিনি মাকে গিয়ে বললেন, মা তুমি কে ? তোমার আসল স্বরূপ আমাকে দেখাও। মা শুনে হেসেই কুটিপাটি, বললেন আমি আবার কে রে, আমি তোর মা। কিন্তু চন্দ্রমোহনও নাছোড়বান্দা, কিছুতেই শুনবেন না, খালি আবদার, না তোমাকে আজ দেখাতেই হবে, তুমি কে ? মা বোঝানোর চেষ্টা করছেন, শোন বাবা, আমার সেই রূপ কলিযুগের জন্য নয়, সে হয় না, আমি সেই রূপে কলিযুগে আবির্ভূতা হতে পারি না। চন্দ্রমোহন বলছেন, তুমি চাইলে সব পারো, ওসব বলে আমাকে ভোলালে চলবে না। অবশেষে মা হার মানলেন সন্তানের কাছে। রাজী হলেন দর্শন দিতে চন্দ্রমোহনকে, বললেন, বেশ, তবে শুধু তুমিই দেখবে, আর কেউ নয়। তবে তার আগে প্রতিশ্রুতি দাও, আমার শরীর থাকতে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবে না। দেখ, আমি শরীরে থাকতে আমাকে কেউ চিনবে না, কিন্তু চলে গেলে তখন সবাই বুঝবে। এদিকে এস, আর দেখে যেন ভয় পেও না। এই বলে মা আর চন্দ্রমোহন একটি গাছের তলায় গেলেন, তারপর চন্দ্রমোহন নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন - হঠাৎ দেখলুম, চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে গেল, এত আলো যে আমি চোখ খোলা রাখতে পারছিনা, ঝলসে যাচ্ছে চারিদিক। সেই অপার্থিব আলোয় দেখলুম মায়ের জগন্মাতা রূপ। সিংহের উপর বসে আছেন, জ্যান্ত সিংহ, তার উপর মা চারিহাতে শঙ্খ চক্র ধনুক বাণ নিয়ে জগদ্ধাত্রীরূপে উপবিষ্টা। পদ্মের আভা যুক্ত রাঙা চরণ, নখগুলি অর্ধচন্দ্রের শোভা সমন্বিত, গগনচুম্বী মুকুট, বিশাল বিশাল ত্রিনয়ন থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর মায়ের দুপাশে দাঁড়িয়ে জয়া বিজয়া মাকে বাতাস করছে, আমি আর দেখতে পারলুম না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম, জ্ঞান হতে দেখি, মা আমার মা সারদা সেই পল্লীরমণীর বেশে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, কি রে চন্দু, ভয় পেয়েছিলি ? সাধ মিটেছে তো বাবা ?

সংকলন ঃ সুনীল কুমার দে

পাঠকের চিঠি

রক্তদানে এগিয়ে আসুক যুব সমাজ

বিখ্যাত গীতিকার ভূপেন হাজারিকার এই গানটি হয়তো আমাদের অনেকেরই শোনা, মানুষ মানুষের জন্যে,জীবন জীবনের জন্যে সত্যিই মানুষ হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবতার এক পরিচয় বহন করে। রক্ত দান যেন জীবন দান। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কোনো রোগীকে শুধুমাত্র রক্ত দান নয় যেকোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে রক্তদান করে তাকে বাঁচানো সত্যিই এক চরম মানবিকতার নিদর্শন বহন করে ।দিনে দিনে বিভিন্ন হাসপাতালের ব্ল্যাডব্যাঙ্কে রক্তের সংকট মোচন করতে আরও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোকে এগিয়ে আসা উচিত। আজ চারিদিকে রক্তসংকটের চিত্র ফুটে উঠছে। ব্লার্ড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের ভীষণ সংকট দেখা দিয়েছে। কোনো অসহায় বা মুমূর্ষ কোনো ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন হলে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয় রোগীর পরিবার পরিজনদের । সাধারণত গরমের সময়ে রক্তের সংকট দেখা দেয় তারপরে করোনা আবহে । এই পরিস্থিতিতে সত্যিই যেন রক্ত সংকট এক চরম আকার নেয়। ।সেক্ষেত্রে রক্তের সংকট মেটাতে সাধারণ মানুষদের আরও এগিয়ে আসা উচিত।

শংকর সাহা ,দক্ষিণ দিনাজপুর

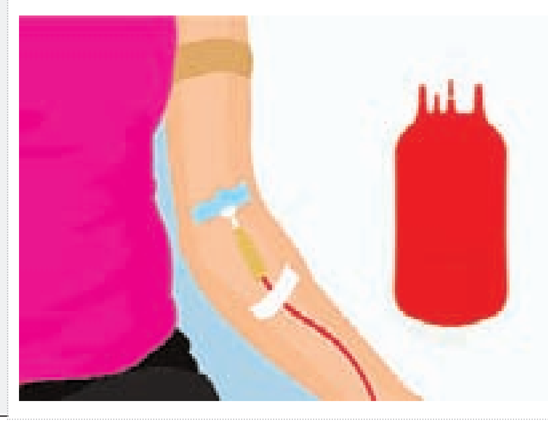

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

লামডিং থেকে শিলচরের সড়কের ড্রয়িং পরিবর্তন হওয়ার ফলে এই প্রকল্প ২০২৫ সালে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মহানগরের ভরলমুখের যানজট কমাতে ব্রহ্মপুত্রের পাশে বিকল্প এলিভেটেড সড়ক মার্চে উদ্বোধন বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান লামডিং থেকে শিলচরের সড়কের ড্রয়িং পরিবর্তন করা হয়েছে। দুটি পাহাড়ের মধ্যে ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। দ্রুত গতিতে নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমান স্থানীয় ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন। ফলে এই প্রকল্পের কাজ ২০২৫ সালে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া গুয়াহাটি মহানগরের ভরলমুখের যানজট কমাতে ব্রহ্মপুত্রের পাশে বিকল্প এলিভেটেড সড়ক মার্চে উদ্বোধন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর জন্য ভূতনাথ এবং মাছখোয়াতে দুটি রোটারি নির্মাণ করা হবে। এর ফলে বর্তমান ভরলমুখে সৃষ্টি হওয়া যানজটের সমস্যার সম্পূর্ণভাবে সমাধান সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটিকে সংযোগকারী নির্মীয়মান সেতুর কাজ শেষ হতে এখনো এক বছর সময় লাগবে। তবে এই প্রকল্পের একটি অংশ হিসাবে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ভূতনাথ থেকে মাছখোয়া পর্যন্ত এলিভেটেড সড়ক আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে উদ্বোধন করা হবে। তাছাড়া ভূতনাথ এবং মাছখোয়াতে দুটি রোটারি নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিকল্প ব্যবস্থা উদ্বোধন করার পর বর্তমান মাছখোয়া থেকে ভরলমুখ হয়ে মালিগাঁও আসা যাওয়ার সড়কটি শুধুমাত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে। তাছাড়া আসার ক্ষেত্রে মালিগাঁও থেকে ভূতনাথ হয়ে ভরলমুখ না এসে ভূতনাথ থেকে এলিভেটেড সড়কের মাধ্যমে সরাসরি মাছখোয়া পর্যন্ত আসার ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ভরলামুখের যানজটের সমস্যা মিটে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন গুয়াহাটি মহানগরের চতুর্দিকে প্রস্তাবিত ১২১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ছয় লেন যুক্ত রিংরোড মর্ডান বাইপাস অফ গুয়াহাটি হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট ৫৮০০ কোটি টাকা ধার্য করা রয়েছে। এরমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে প্রস্তাবিত কুরুয়া থেকে চন্দ্রপুর পর্যন্ত ছয় লেন যুক্ত সেতু নির্মাণের খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে জানান তিনি। তবে এই প্রকল্প ঘোষিত প্রকল্প নয় বরং অনুমোদিত প্রকল্প বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান এই প্রকল্পের ব্যয় ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করবে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে মহানগরের প্রস্তাবিত এই রিংরোড নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন কাজিরাঙ্গায় মোট ৩৪.২৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এলিভেটেড করিডোর নির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। অতি শীঘ্র এক্ষেত্রে টেন্ডার প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড এই প্রকল্পের প্রশংসা করেছে। ফলে এই বোর্ড থেকে ক্লিয়ারেন্স পাওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৫৫০০ কোটি টাকা থেকে ৬০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। তিনটি পর্যায়ে এই এলিভেটেড করিডর নির্মাণ করা হবে। চার লেন যুক্ত এই এলিভেটেড সড়কে যাত্রীদের জন্য টয়লেট ছাড়াও বন্যপ্রাণীদের দেখার জন্য ভিউ পয়েন্ট সহ অন্যান্য ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে দুটি পাহাড়ের মধ্যে দুটি টানেল নির্মাণ করা হবে বলেও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্রের নিচ দিয়ে টানেল নির্মাণ করে গহপুরের ৫২ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং নুমলিগড়ের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংযুক্ত করা হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন এর ফলে গহপুর থেকে নুমলিগড়ের দূরত্ব ২২১ কিলোমিটার পরিবর্তে ৩৫ কিলোমিটারে হ্রাস পাবে। এর নির্মাণ খরচ ৮০ শতাংশ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং ২০ শতাংশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ব্যয় করবে। যেহেতু এই টানেলের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা আসাযাওয়া করবেন এর ফলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই প্রকল্পে বিনিযোগ করতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কামাখ্যা মন্দির থেকে কামাখ্যা রেল স্টেশনের প্রস্তাবিত ১.৬৭ কিলোমিটার রোপ ওয়ে নির্মাণের জন্য ১১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি জানান বাইহাটা থেকে তেজপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত চারলেন যুক্ত জাতীয় সড়কে বাইহাটা, খারুপেটিয়া, শিপাঝার, মঙ্গলদৈ এবং ঢেকিয়াজুলিতে পাঁচটি বাইপাস নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে শ্রীরামপুর থেকে লিডু পর্যন্ত সিমেন্ট কংক্রিটের সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যাতে সিমেঃট কোম্পানিগুলো হঠাৎ করে দাম বাড়িয়ে না দিতে পারে সেটার জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে 'হরেকমাল' বলে আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বিরোধী শিবিরে অতিরিক্ত দলের সমাগম ঘটলে তাদের ভাগের আড়াইটি আসনও থাকবে না, নির্বাচনে বিপিএফ সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে সমর্থন আদায় করে নেবেন বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যের ১৫ টি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এই ঐক্য মঞ্চকে 'হরেকমাল' বলে আখ্যা দিয়ে বলেন যাকে তাকে যেকোনো দলকে এনে ঐক্য মঞ্চে শামিল করানো হচ্ছে। তবে বিরোধী শিবিরে অতিরিক্ত দলের সমাগম ঘটলে তাদের ভাগের আড়াইটি আসনও থাকবে না স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে বিপিএফ সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে সমর্থন আদায় করা হবে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করে ছত্রিশগড়ে দলের স্থিতি মজবুত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মহানগরের জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনের নবনির্মিত নিজস্ব কার্যালয়ের মিডিয়া হলে শনিবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন দুদিন পরপর বিরোধী ঐক্য মঞ্চে একটি একটি করে রাজনৈতিক দলের সমাগম হচ্ছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে আরজেডিও একটি সহযোগী দল। সিপিআই, সিপিএম, অসাম জাতীয় পরিষদ কিংবা রাইজর দলকে রাজনৈতিক দল বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এভাবে যাকেতাকে ঐক্য মঞ্চের সহযোগী করে তুললে বিজেপি ২০০ দলের সমাগম করতে পারে। এভাবে একের পর এক দল বিরোধী ঐক্য মঞ্চে এলে তাদের ভাগের আড়াইটি আসনও থাকবে না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেসের এটি স্বভাব যে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগেই দলটি বিজয় উৎসব পালন করে। নির্বাচনের ফলাফল বিকাল তিনটায় বেরোলেও কংগ্রেস সারে ১১ টায় বিজয়ী উৎসব পালন করতে চাইলে করুক। বিজেপি পাঁচটায় বিজয় উৎসব উদযাপন করবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে একইভাবে একটি হোটেলে একত্রিত হয়ে ফলাফলের আগেই বিজয় উৎস পালনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কংগ্রেস। এমনকি এআইইউডিএফ এর কোটা ফণি তালুকদারকে বনমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়াটি চূড়ান্ত হয়ে গেছিল। এভাবেই কংগ্রেস প্রতিবার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগেই নিজেদের বিজয় উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে উঠে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিপিএফ দল থেকে পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে। তবে শুধুমাত্র বিপিএফ নয় কংগ্রেস সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে কিভাবে সমর্থন আদায় করেন নেওয়া যায় সেটা তিনি ভালো করে জানেন। বিপিএফ এর সঙ্গে বিজেপির বিরোধিতা নেই। ইউপিপিএলের সঙ্গে বিরোধিতা রয়েছে। তবে ইউপিপিএল যেহেতু বিজেপির সঙ্গে মিত্র জোটে রয়েছে ফলে দলটির সঙ্গে মিত্রতা ভঙ্গ না করে বিপিএফ এর সমর্থন নেওয়া হবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া এই দল দুটি থেকেই সিইএম হবে। বিজেপিকে ইএম হিসেবে সন্তুষ্ট থাকতে হবে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন অতীতেও বিভিন্ন সময়ে বিপিএফ বিজেপিকে সাহায্য করেছে। তাছাড়া নির্বাচনে একজনকে তো সমর্থন করতেই হবে। কারণ এখানে নিউট্রাল থাকা সম্ভব নয়। ফলে লোকসভা নির্বাচনে বিপিএফ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মিয়া সংক্রান্তে এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্যের সমর্থন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আজমলের মন্তব্যকে অপমান হিসেবে নেওয়ার আহ্বান, বীর লাচিত সেনাকে অর্থ আদায়ে জড়িত না হয়ে কাজ করার পরামর্শ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ তিন দিন মিয়া না থাকলে গুয়াহাটি মহানগর কবরস্থানে পরিণত হয়। মিয়া সংক্রান্তে এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের এই মন্তব্য মেনে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আজকাল সঠিক কথা উল্লেখ করেছেন। মহানগরের ১০ জনের মধ্যে ৭ জন মিয়া। এটা এক দুঃখজনক দুর্ভাগ্যজনক বাস্তব বিষয়। তবে তার এই মন্তব্যকে অপমান হিসেবে নিতে হবে। ভূমিপুত্রদের কর্ম সংস্কৃতি গড়ে তুলে এর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় সম্পূর্ণ জাতি নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া বাহাদুরি হিসেবে দুর্গাপূজায় ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবার ৮ টি গাড়ি নিয়ে টাকা আদায়ে ব্যস্ত হয়েছে বীর লাচিত সেনা। ফলে এই সংগঠনটিকে অর্থ আদায়ে জড়িত না হয়ে ৮ টি কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বঘোষিত প্রার্থী হয়ে ধুবড়ি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযানে ব্যস্ত থেকে এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল মিয়া সংক্রান্তে নানা মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন গুয়াহাটি মহানগরে সবজি বাজার, মাছ বাজার থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজে তথা বিভিন্ন গাড়ির চালক হ্যান্ডিম্যান হিসাবে মিয়া কর্মরত রয়েছেন। তিন দিন মহানগরে মিয়া না থাকলে সম্পূর্ণ গুয়াহাটি কবরস্থানে পরিণত হবে। আজমলের এই মন্তব্যের সমর্থন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার মহানগরের জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনের নবনির্মিত নিজস্ব কার্যালয়ের মিডিয়া হলে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গুয়াহাটি মহানগরের বাজার মাছ মাংসের দোকান, ওলা উবের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিয়া রয়েছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক দুর্ভাগ্যজনক হলেও বদরুদ্দিন আজমল সঠিক কথা বলেছেন। কারণ মহানগরের দশ জন ব্যবসায়ির মধ্যে সাতজনই মিয়া। এর জন্যই ঈদের দুই দিন সম্পূর্ণ মহানগর খালি হয়ে যায়। তাছাড়া গুয়াহাটিতে দৈনিক দেড় লক্ষ গাড়ি চললেও ওলা উবের মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ গাড়ি চলছে। ফলে এর মাধ্যেমে ২ লক্ষ ব্যক্তি কর্মসংস্থাপন পাচ্ছেন। কিন্তু খবর নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ গাড়ির চালক মিয়া। এরা ভূমিপুত্র মুসলমান নয়, ভারতীয় মুসলমানও নয়। এর ফলে সমাজে লাভ জিহাদ সহ নানা ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন ফলে বদরুদ্দিন আজমলের বক্তব্যকে অপমান হিসেবে নিয়ে ভূমিপুত্রদের কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ভূমিপুত্রদের কাজ করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় সম্পূর্ণ জাতি নষ্ট হয়ে যাবে। ভূমিপুত্রদের কর্ম সংস্কৃতি অবিহনে বিকল্প নেই। কিন্তু সেটা বলে সড়কে উঠে এসে ব্যবসা শুরু করা উচিত নয়। শুধুমাত্র গুয়াহাটি নয় বরং ডিব্রুগড় শিবসাগর ইত্যাদি শহরেও স্থানীয় ভূমিপুত্রদের এগিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রী এর পাশাপাশি বীর লাচিত সেনার কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান বাহাদুরি হিসেবে দুর্গাপূজায় ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবার ৮ টি গাড়ি নিয়ে টাকা আদায়ে ব্যস্ত হয়েছে বীর লাচিত সেনা। এমনকি মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী থেকেও টাকা আদায় করে নিয়ে গেছে বীর লাচিত সেনা। ফলে এই সংগঠনটিকে অর্থ আদায়ে জড়িত না হয়ে বরং ৮ টি কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমের মুসলমান সমাজ থেকে ভয় দেখিয়ে এতদিন ধরে ভোট আদায় করে নিচ্ছে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ। তবে সংখ্যালঘুদের থেকে ভোট আদায় করে নিলেও তাদের সুবিধার্থে সড়ক হাসপাতাল স্কুল কলেজ ইত্যাদি কিছুই করেনি এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেস। কিন্তু মুসলমানদের ভোট না পেলেও তাদের স্বার্থে যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে সরকার। অরুণোদয় থেকে শুরু করে রেশন কার্ড ইত্যাদি প্রতিটি সুবিধা পাচ্ছে মিয়া মুসলমান। রাজ্যের মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে সরকারের তরফ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের ভোট থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে বিজেপি। কিন্তু কংগ্রেস কিংবা এআইইউডিএফ তাদের থেকে ভোট নিলেও নির্বাচনের পর প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়ে যাচাই করছে সংখ্যালঘুদের ভোট তারা পেয়েছে কিনা। কিন্তু বিজেপি নির্বাচনের সময় তাদের কাছে না যাওয়ার ফলে দলটির এই ধরনের যাচাই করা কিংবা হিসাব করার করার প্রয়োজন হয় না। তবে ভোট না পেলেও মিয়া মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে বিজেপি, ফ্রি সার্ভিস দিয়ে চলেছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বার্থ শুধু এটাই থাকে যে উন্নয়নমূলক কাজের পরিবর্তে যাতে ভোট পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিজেপির সেই আশাও করে না। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে দলটি। মিয়া মুসলমানদের জন্য রাজ্যে বর্তমান সুদিন চলছে। এর ফলে রাজ্যে মুসলমান সমাজের জন্য উন্নয়নের বন্লে বন্লে হয়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন মুসলমানদের জন্য নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার পরেও তাদের ভোট পাওয়া যায় না। তাদের থেকে ভোট চাইলেও তারা ভোট দেবে না। হলে তাদের থেকে ভোট না চেয়ে শুধুমাত্র তাদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে সরকার। কারণ ভোট চাওয়ার পর ভোট না পেলে সেটা অপমানজনক বিষয় বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে বিএনপি এবং সমমনা বিরোধী দলগুলোর ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও সমমনা বিরোধী দলগুলোর ডাকা, ৪৮ ঘণ্টার সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধ শুরু হচ্ছে রবিবার (৫ নভেম্বর) থেকে। রবিবার সকাল ৬টা থেকে মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) সকাল ৬টা পর্যন্ত সারাদেশে এ অবরোধ পালন করবে বিরোধী দলগুলো। বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বিএনপি এবং সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচি সফল করতে, বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, তার দলের নেতাকর্মী, সমর্থক এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জানান, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমের যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ওষুধ বহনকারী যানবাহন ঘোষিত অবরোধের আওতার বাইরে থাকবে। বিএনপি-জামায়াত ছাড়া, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, গণতন্ত্র মঞ্চ, এলডিপি, গণফোরাম ও পিপলস পার্টি, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, গণঅধিকার পরিষদ লেবার পার্টি ও এনডিএম পৃথকভাবে অবরোধ কর্মসূচি পালন করবে।

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির আলোচনা বিএনপিসহ কয়েকটি দলের বর্জন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ে সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শনিবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের সভাপতিত্বে প্রথম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবে, বিএনপি এবং এর সমমানা দলগুলো ইসি আয়োজিত এই আলোচনা বর্জন করেছে। প্রথম দফায়, ১৩টি নিবন্ধিত দল আলোচনায় অংশ নিয়েছে এবং ৩টি দল যোগ দিচ্ছে না। আর,৩টি দল আলোচনায় যোগ দেবে কি না, তা কমিশনকে জানায়নি। অন্যদিকে, গণতন্ত্রী পার্টিকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ইসি সংলাপের জন্য প্রতিদিন দুটি অধিবেশন নির্ধারণ করেছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সংলাপের জন্য দলগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা তাদের দ্বারা নিযুক্ত দু'জন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিএনপি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) এবং আরো কয়েকটি দল নির্বাচন কমিশনের সংলাপে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো জোটে না থাকা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিবি) ইসির সংলাপ বয়কট করেছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মতো ইসলামী দলগুলো সংলাপ বর্জন করেছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) ফারুক খান এবং তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ সংলাপে দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে জানিয়েছেন দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া।

গাজীপুরে আবার পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে, কয়েক দিনের বিক্ষোভের পর শনিবার সকালে অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। এর কিছুক্ষণ পর, কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা আবার বিক্ষোভ করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা ও সহিংসতা এড়াতে, সকাল থেকেই শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাড়তি সদস্য মোতায়েন করা হয়। এর মধ্যেই, শনিবার সকালে সদর উপজেলার নতুন বাজার এলাকার বেতন বাড়ানোর দাবিতে কিছু শ্রমিক আবার বিক্ষোভ শুরু করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পরে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এসময় শ্রমিকদের নিক্ষেপ করা ইটের আঘাতে গাজীপুর শিল্প পুলিশের কয়েকজন সদস্য আহত হন। সহকারী পুলিশ সুপার মো. আসাদ বলেন, আমরা প্রথমে শ্রমিকদের বুঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তারা আমাদের কথা না শুনে মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এতে উত্তেজিত শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পরিদর্শক আবদুর নুর ও আমি আঘাত পাই। পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম বলেন, গাজীপুরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ঠেকাতে ৩ হাজারের বেশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। শ্রমিক অসন্তোষ ও সহিংসতার পর, শনিবার সকাল থেকে অধিকাংশ কারখানা খোলা হয়েছে। সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজ চলছে। গত কয়েকদিনের সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলা দায়ের ও বেশ কয়েকজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে গত ২৩ অক্টোবর থেকে আঃেদালন শুরু করেন শ্রমিকরা। সে সময় বেশ কিছু এলাকায় শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে গাড়ি ভাঙচুর কারখানায় ও শপিংমলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ অবস্থায় শিল্প এলাকার অধিকাংশ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। পরে, শ্রমিকদের আঃেদালনের বিষয়টি নিয়ে সরকার, মালিক, বিজিএমইএ, শ্রমিক সংগঠনের নেতারা আলোচনায় বসেন। গঠন করা হয় মজুরি বোর্ড। সভায়, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে নভেম্বর মাসে ঘোষণা ও ডিসেম্বর মাস থেকে কার্যকরের সিদ্ধান্ত হয়। এরপর শনিবার থেকে কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেয় বিজিএমইএ। সিদ্ধান্ত মেনে গাজীপুরে অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় কাজে যোগ দেন শ্রমিকেরা।

২ নম্বর দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৪৩ রানে হারিয়ে ১ নম্বর ভারতের আটে আট

কলকাতা ঃ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল, সেমিফাইনালও নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই। সেভাবে কারও তেমন কিছু হারানোর নেই বলে কলকাতায় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াইটি হওয়ার কথা ছিল নকআউটের আগে নিজেদের ঝালাই করে নেওয়ার। কিন্তু সেটি হলো বড়ই একপেশে। ১ নম্বর দল ভারত ম্যাচটি জিতেছে ২৪৩ রানের ব্যবধানে! বিরাট কোহলির রেকর্ড ছোঁয়া শতকের পর ৩২৬ রান তুলেছিল ভারত, রবীন্দ্র জাদেজার ৫ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গেছে ৮৩ রানেই। বিশ্বকাপে এটিই তাদের সর্বনিম্ন স্কোর। ফলে ভারত জিতল টানা আটটি ম্যাচ, অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের পর দক্ষিণ আফ্রিকা হারল প্রথমবার। দুটিই আবার রান তাড়া করতে নেমে।

আগের ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত, এমন বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু থেকেই ছিল খোলসবন্দী। নতুন বলের চাপ কমিয়ে খেলার কৌশল কাজে আসেনি একেবারেই। প্রথম ১০ ওভারের মধ্যেই কুইন্টন ডি কক, টেম্বা বাভুমা ও এইডেন মার্করামকে হারিয়ে কোণঠাসা দক্ষিণ আফ্রিকা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ভারতের পেস বোলিং আছে আলোচনায়, কিন্তু তাদের স্পিনাররাও তো কম যান না! জাদেজার ৫ উইকেটের সঙ্গে কুলদীপ যাদব ২ উইকেট নিয়ে সেটিই প্রমাণ করলেন আরেকবার।

মিডল অর্ডারে হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারের পর কেশব মহারাজ ও কাগিসো রাবাদার উইকেটও নেন জাদেজা। রাবাদার উইকেটটিই জাদেজার পঞ্চম। দিনটিতে প্রায় সবকিছুই পক্ষে গেছে ভারতের। ক্লাসেন ও রেসি ফন ডার ডুসেন দুটি উইকেটই তারা পরপর দুই ওভারে পেয়েছে দুটি সফল রিভিউয়ে। অন্যদিকে পুরোই বিপরীত অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কলকাতার উইকেট ছিল ধীরগতির, কিন্তু শুরুতে ঝোড়ো শুরু এনে দেন অধিনায়ক নিজেই। ইনিংসের ৩৫তম বৈধ ডেলিভারিতে রাবাদার বলে টেম্বা বাভুমার দারুণ ক্যাচে পরিণত হওয়ার আগেই রোহিত ২৪ বলে খেলেন ৪০ রানের ইনিংস, প্রথম ১০ ওভারেই ভারত তোলে ৯১ রান। কিন্তু পরের ১০ ওভারে মাত্র ৩৩ রান তুলতে পারে ভারত কারণ, কেশব মহারাজের দারুণ আঁটসাঁট বোলিং। ১০ ওভারে এই বাঁহাতি স্পিনার দেন মাত্র ৩০ রান। প্রথম পাওয়ার প্লের পরপরই শুবমান গিলকেও থামান তিনি। কিন্তু শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে কোহলির জুটি ভারতকে এমন উইকেটে এনে দেয় দারুণ এক শক্ত ভিত। ৮৭ বলে ৭৭ রানের ইনিংসে কোহলিকে দারুণ সঙ্গই দেন শ্রেয়াস। লোকেশ রাহুল এরপর তেমন কিছু করতে পারেননি, সূর্যকুমার যাদব ১৪ বলে ২৪ ও শেষ দিকে জাদেজা খেলেন ১৫ বলে ২৯ রানের দুটি ক্যামিও ইনিংস।

কিন্তু দিনটি ছিল কোহলিরই। ৬৭ বলে অর্ধশতক পাওয়া কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ৪৯ শতক ছুঁয়ে ফেলেন ১১৯ বলে। ৮৩.৪৭ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ১০টি চার মারলেও একটি ছক্কা নেই। যা বলে দেয় কতটা ঝুঁকিমুক্ত থেকে খেলতে চেয়েছেন কোহলি। ইনিংস বিরতিতে কোহলি নিজেই বলেছিলেন, 'পার' স্কোরের চেয়ে বেশিই তুলেছে তাঁর দল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে এভাবে দুমড়েমুচড়ে দেবেন তাঁদের বোলাররা, কোহলি কি সেটি ভাবতে পেরেছিলেন!

জন্মদিনে টেন্ডুলকারের ৪৯ শতকের রেকর্ড ছুঁলেন কোহলি

মুম্বাইঃ ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি শতকের রেকর্ডে শচীন টেন্ডুলকার আর একা নন। ১০ বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে যাওয়া টেন্ডুলকারের ৪৯ শতকের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন বিরাট কোহলি। আজ কলকাতার ইডেন গার্ডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১২১ বলে ১০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে কোহলি এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। কোহলি এমন দিনে টেন্ডুলকারের রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন, যেটি তাঁর ৩৫তম জন্মদিন। ৪৯টি শতক করতে টেন্ডুলকারকে খেলতে হয়েছিল ৪৫১ ইনিংস, কোহলি সেটি ছুঁয়ে ফেলেছেন ২৭৭ ইনিংসেই। গত ১৯ অক্টোবর পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১০৩ রানের ইনিংস খেলার পর থেকেই টেন্ডুলকারকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় ছিলেন কোহলি। এরপর নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত পারেননি, কিউইদের বিপক্ষে ফেরেন ৯৫ রান করে, লঙ্কানদের বিপক্ষে ৮২ রানে। শেষ পর্যন্ত বহুল কাঙ্ক্ষিত তিন অঙ্কের দেখা মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইনিংসের শেষ দিকে। ৪৯তম ওভারের তৃতীয় বলে কাগিসো রাবাদার বলে সিঙ্গেল নিয়ে ১০০তে পৌঁছান তিনি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে এটি কোহলির ৭৯তম শতক।

কোহলির আগে এবারের বিশ্বকাপে জন্মদিনে শতক করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ, পাকিস্তানের বিপক্ষে।

ইনিংস বিরতিতে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেন, 'আমাকে খেলার ও দলের সাফল্যে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়ায় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন বড় একটা ভেন্যুতে প্রচুর দর্শকের সামনে জন্মদিনে শতক করতে পারাটাও দারুণ ব্যাপার।'

কোহলির রেকর্ড গড়া শতকের দিনে ৫০ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৩২৬ রান তুলেছে ভারত। অন্যদের মধ্যে শ্রেয়াস আইয়ার ৮৭ বলে ৭৭ ও রোহিত শর্মা ২৪ বলে ৪০ রান করেন।

সেমিফাইনালে যেতে কোন দলের এখন কী করণীয়?

কলকাতা ঃ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ জমে উঠেছে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় এই টুর্নামেন্টে নতুন একটা মোড়ে নিয়ে এসেছে, এখান থেকে এমনও হতে পারে চারটি দলের ১২ পয়েন্ট এবং তখন হিসেব করা হবে কোন দল কতো ম্যাচ জিতেছে এবং নেট রান রেট কত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর আট ম্যাচ খেলে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট এখন সমান আট। অন্যদিকে, এক ম্যাচ কম খেলা আফগানিস্তানও আছে সেমিফাইনালের দৌড়ে তাদের পয়েন্টও আট। ফখর জামানের মনে রাখার মতো একটা ইনিংসে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে রইলো পাকিস্তান ‑ ১১টি ছক্কা হাঁকিয়ে ফখর জামান ৮১ বলে ১২৬ রান তোলেন বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের এই জয়ের পর অনেকেই এখন ১৫ই নভেম্বর, কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনালের স্বপ্ন দেখছেন। অস্ট্রেলিয়ার এখন সাত ম্যাচে ১০ পয়েন্ট, তবে আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ বাকি অস্ট্রেলিয়ার। চৌঠা নভেম্বর রাতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দিয়ে সেমিফাইনাল অনেকটাই নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। অসিদের জন্য তৃতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে ওঠা এখন অনেকটাই সম্ভব। মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে জয় পেলেই পয়েন্ট তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার পাশে কোয়ালিফাইড লেখা উঠবে। এমনকি আফগানিস্তানের বিপক্ষে হেরে গেলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ১১ই নভেম্বর পুনেতে যদি জয় পায় অস্ট্রেলিয়া তাহলেও তারা সেমিফাইনালে উঠে যাবে। অস্ট্রেলিয়া এবং আফগানিস্তানের নেট রান রেটের ব্যবধানও অনেক বেশি অস্ট্রেলিয়ার প্লাস দশমিক নয় দুই চার, আর আফগানিস্তানের মাইনাস দশমিক তিন তিন। যদি অস্ট্রেলিয়া আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরেও যায় তখন নেট রান রেটের হিসাব করা হবে। আবার নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান যদি নিজেদের শেষ ম্যাচে হেরে যায়, সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া শেষ দুই ম্যাচে হারলেও সেমিফাইনালে জায়গা পেয়ে যাবে। আফগানিস্তানের জন্য এখন সহজ সমীকরণ ‑ কঠিন রাস্তা হয়ে গেছে। আফগানিস্তান নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে জিতে গেলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত, এখানে কোনও 'যদি' 'কিন্তু' থাকবে না। তবে 'কঠিন রাস্তা' কারণ শেষ দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। আফগানিস্তানের মাইনাসে থাকা নেট রান রেটও একটা সমস্যা। সেমিফাইনালের আশা এখনও যেসব দল রাখছে তাদের মধ্যে আফগানিস্তানের নেট রান রেট সবচেয়ে কম। যদি পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড তাদের শেষ দুটি ম্যাচে যথাক্রমে ইংল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হেরে যায়, সেক্ষেত্রে, দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা অস্ট্রেলিয়া যে কোনও একটি দলকে হারালেই আফগানিস্তান পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারে জায়গা করে নেবে। নিউজিল্যান্ড যেভাবে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল, এখন আর ঠিক সেভাবে চালিয়ে নিতে পারছে না। চার ম্যাচে চার জয় নিয়ে নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ছিল আট। এখন আট ম্যাচ শেষেও নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট আট, কারণ শেষ চার ম্যাচের সবকটিই হেরেছে কিউয়িরা। এখন নিউজিল্যান্ড শেষ ম্যাচে জিতলেও বাদ পড়তে পারে, যদি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয় এবং আফগানিস্তান নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচে জয় পায়। নিউজিল্যান্ডের জন্য এখন আফগানিস্তানের শেষ দুটি ম্যাচে হার গুরুত্বপূর্ণ, সাথে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিজেদের জয়টাও নিশ্চিত করতে হবে। পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড এবং আফগানিস্তান যদি শেষ পর্যন্ত ১০ পয়েন্টে থাকে সেক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিউজিল্যান্ড নেট রান রেটে এগিয়ে থাকবে। নিউজিল্যান্ডকে নেট রান রেটে টপকাতে পাকিস্তানের অন্তত ১৩০ রানের ব্যবধানে জিততে হবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কিন্তু যদি বৃষ্টিতে নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি ভেসে যায়, সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডে পাবে নয় পয়েন্ট। তখন কেইন উইলিয়ামসনের দলটির পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের হার প্রত্যাশা করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। পাকিস্তান আট ম্যাচ খেলার পর চার ম্যাচে জয় পেয়ে আট পয়েন্ট তুলেছে। গত সপ্তাহেও মনে হচ্ছিল পাকিস্তান সেমিফাইনালে খেলতে পারবে না। বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দিয়ে এখন সেমিফাইনালের দৌড়ে ভালোভাবেই রয়েছে পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানের একটা ম্যাচ বাকি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, সেটি শুধু জিতলেই হবে না, বাকিদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। যেমন নিউজিল্যান্ড যদি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেয়ে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকে এবং অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকি দুটি ম্যাচের একটিতেও জয় পায়, তাহলে পাকিস্তান বাদ পড়বে। আবার আফগানিস্তান যদি নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচে জয় পায় সেক্ষেত্রেও পাকিস্তান বাদ পড়বে। পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তারা জয় পায় এবং শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। একইসাথে আফগানিস্তান নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচে হেরে যায়, তখন তারা নেট রান রেটের হিসেব ছাড়াই সেমিফাইনালে চলে যাবে। এই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বাজে পারফর্ম করা অধিনায়কদের তালিকায় থাকবেন সাকিব আল হাসান এবং জস বাটলার। তবে সাকিবের বল হাতে কিছু উইকেটের কারণে হয়তো জস বাটলারকে নিয়েই আলোচনাটা একটু বেশি হচ্ছে। আবার জস বাটলার চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক তাই প্রত্যাশাও থাকে বেশি। এবারের বিশ্বকাপে আট ম্যাচে ১৫ গড়ে ১০৬ রান তুলেছেন জস বাটলার। আহমেদাবাদে গত রাতে ৩৩ রানের হারের পর ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন, আমি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে ব্যাটিং উপভোগ করছিলাম। তাই এবার ব্যাটিংটা কেন এমন হলো ঠিক জানিনা। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, 'অধিনায়কত্বের চাপে কি তবে ব্যাটিংয়ের এই হাল?' বাটলার বললেন, শুধু একদিকে আঙ্গুল তোলাটা ঠিক হবে না। কারণ আমি ভারতে অনেক ক্রিকেট খেলেছি, পারফর্ম করেছি আইপিএলে। অধিনায়ক হিসেবে আমার সামনে থেকে পারফর্ম করা উচিৎ ছিল, সেটা আমি পারিনি এবার। ওদিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পারফরম্যান্সের পর অ্যাডাম জাম্পা বলেছেন, সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন তিনি এই ম্যাচটা খেলে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ২৯টা রান তিনি করেছেন, বল হাতে ১০ ওভার বল করে ২১ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নিয়েছেন। ডাউইড মালান, বেন স্টোকস ও মইন আলীর উইকেট নিয়েছেন জাম্পা। জাম্পা এখন ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক।

গাজায় হাসপাতালের কাছে অ্যাম্বুলেন্সে ইসরাইলের হামলা, নিহত ১৫

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ হামাস নিয়ন্ত্রিত ছিটমহলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, অবরুদ্ধ গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে আহতদের সরিয়ে নিতে ব্যবহৃত একটি অ্যাম্বুলেন্স শুক্রবার ইসরাইলি বিমান হামলার কবলে পড়ে। এতে ১৫ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়েছে।

ইসরাইলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা হামাসের একটি সন্ত্রাসী সেলের ব্যবহৃত একটি অ্যাম্বুলেন্সকে সনাক্ত করে আক্রমন চালিয়েছে। হামলায় হামাস যোদ্ধারা নিহত হয়েছে বলে জানায় তারা। অ্যাম্বুলেন্সে করে জঙ্গি ও অস্ত্র স্থানান্তর করছে হামাস, এই অভিযোগও করেছে তারা।

১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসরে ম ন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

হামাসের কর্মকর্তা ইজ্জাত এল রেশিক বলেছেন, তাদের যোদ্ধাদের সেখানে উপস্থিত থাকার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র আশরাফ আল কিদরা বলেন, গাজা সিটির আল শিফা হাসপাতালের কাছে ইসরাইল যে গাড়িবহরকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে, তারই অংশ ছিল অ্যাম্বুলেন্সটি।

কিদরা বলেন, ইসরাইল আল শিফা হাসপাতালের গেট এবং এক কিলোমিটার দূরে আনসার স্কয়ারসহ একাধিক স্থানে অ্যাম্বুলেন্স বহর লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে অ্যাম্বুলেন্সটি হামাসের সঙ্গে যুক্ত থাকার দাবির সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেয়নি। তবে তারা বলেছে, তারা আরও তথ্য প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখে। সামরিক বাহিনী আমরা জোর দিয়ে বলছি যে এই অঞ্চলটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র। ওই এলাকার বেসামরিক নাগরিকদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার জন্য বারবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। রয়টার্স স্বাধীনভাবে কোন পক্ষের কথার সত্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শহরের রাস্তায় একটি অ্যাম্বুলেন্সের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় মানুষ পড়ে আছে। লোকজন তাদের সাহায্যের জন্য সে দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির সত্যতা রয়টার্স নিশ্চিত করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচওও) মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, অ্যাম্বুলেন্সে হামলার খবরে তিনি মর্মাহত।তিনি আরও বলেন রোগী, স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসা স্থাপনাগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

এর আগে শুক্রবার কিদরা বলেন, গুরুতর আহত ফিলিস্তিনিদের অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হবে। অবরুদ্ধ গাজা শহর থেকে ছিটমহলের দক্ষিণে চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে মিশরে নিয়ে যাওয়া দরকার তাদের।

গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ইসরাইলের সামরিক বাহিনী গাজা ভূখন্ডের দক্ষিণাঞ্চলেও বোমা বর্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

হামাস এবং আল শিফা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, এই হাসপাতালটি জঙ্গি যোদ্ধাদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হবার অভিযোগ প্রত্যাখান করেছে।

১৭ সেনাকে হত্যার এক দিন পর পাকিস্তানি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালালো জঙ্গিরা

বেলুচিস্তান ঃ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বলছে, আজ শনিবার ভোরের আগে মিয়ানওয়ালি শহরে অবস্থিত বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে জঙ্গিরা ৩টি উড়োজাহাজের ক্ষতি করেছে। একদিন আগেই দেশের অন্যান্য জায়গায় একাধিক হামলায় জঙ্গিরা ২২ ব্যক্তিকে হত্যা করে, যাদের বেশিরভাগই সৈনিক। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলাকারীরা ঘাঁটিতে প্রবেশের আগেই ৩ জন হামলাকারীকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা হত্যা করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে দুই পক্ষের সংঘাতে আরও ৬ জন জঙ্গি নিহত হয়। সেনাবাহিনী জঙ্গি হামলাকে ব্যর্থ করার এবং এই অবকাঠামো ও এতে অবস্থানরত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনাদের দ্রুত ও কার্যকর প্রতিক্রিয়ার প্রশংসা করে।

সামরিক বাহিনী আরও বলেছে, তবে, হামলার সময় ৩টি উড়োজাহাজ ও ১টি তেল বহনকারী ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই হামলার দায় নিয়েছে তেহরিক ই জিহাদ পাকিস্তান নামের একটি নব্য জঙ্গি সংগঠন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই সংগঠনটি নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বড় আকারের অভিযান চালিয়েছে। যার মধ্যে জুলাই মাসে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেলুচিস্তান প্রদেশের এক সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে হামলা অন্যতম। সেই হামলায় ১২জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হন।

শনিবার বিমানঘাঁটিতে অভিযান চালানোর এক দিন আগেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বেলুচিস্তান প্রদেশের গোয়াদার জেলায় এক সামরিক বহরে অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে ১৪ জন সৈন্য নিহত হয়। এই জেলায় চীন পরিচালিত একটি গভীর পানির সমুদ্র বন্দর রয়েছে, যা আরব সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত।

বেলুচিস্তানে খুব বেশি মানুষের বসবাস নেই। এই প্রদেশেই রয়েছে ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের ৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেলুচিস্তানে চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (সিপিইসি) মাধ্যমে চীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। এটি চীনের বৈশ্বিক বেল্ট অ্যান্ড রোড অবকাঠামো উদ্যোগের দ্বিপাক্ষিক সম্প্রসারণ হিসেবে বিবেচিত।

বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সিপিইসি প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত চীনা নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছে। প্রায় এক দশক আগে দুই দেশ এই বড় আকারের প্রকল্পটি শুরুর পর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে বেশ কয়েকজন চীনা নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।

টুকরো খবর

নকশালবাড়ি বাজারে অগ্নিকান্ড, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসজেডিএ এর চেয়ারম্যান

শিলিগুড়ি ঃ পুজোর আগে নকশালবাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে গিয়েছে বহু দোকান।দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।মঙ্গলবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।এদিন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করে সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, পরিকল্পনাহীনভাবে এই মার্কেট গড়ে উঠেছে।জলের কোনও ব্যবস্থা নেই।নকশালবাড়ি বাজারকে আগামীদিনে উন্নয়ন করা এবং সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেন তিনি।এদিন ব্যবসায়ীরা এই মার্কেটের দায়িত্ব এসজেডিএ গ্রহন করুক এমনটাই দাবি তোলেন।এই বিষয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

জঙ্গলের ধারে গবাদিপশু বাঁধতে গিয়ে বাইসনের গুঁতোয় গুরুতর আহত ১

জলপাইগুড়ি ঃ জঙ্গলের ধারে গবাদিপশু বাঁধতে গিয়ে বাইসনের গুঁতোয় গুরুতর আহত ১।মঙ্গলবার বেলা ১১.৩০ নাগাদ ধূপগুড়ি ব্লকের গারখুটা এলাকার এক ব্যক্তি নব কান্ত রায় (৬৬) সোনাখুলী জঙ্গলে গরু বাঁধতে যায়,সেসময় আচমকাই সোনাখালীর জঙ্গল থেকে একটি বাই সন পেছন দিক থেকে গুঁতো মরে যার ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় লুকিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে উদ্ধার করে ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর দেওয়া হয় ধুপগুড়ি থানার পুলিশ এবং মরাঘাট রেঞ্জে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বড়কর্মীরা এবং পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশ।

খুলে গেলো নাগ্রাকাটা ব্লকের নয়াসাইলি চাবাগান, স্বস্তি ফিরলো শ্রমিকদের

জলপাইগুড়ি ঃ দুদিন বন্ধ থাকার পর খুলে গেলো নাগরাকাটা ব্লকের নয়াসাইলি চাবাগান।এই ঘোষণা হতেই স্বস্তি ফিরে আসে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের। নয়াসাইলি চাবাগানের জন্য বোনাস ঘোষিত ১৫.৫০।এই খবর পেয়ে পুজোর মুখে আশার আলো দেখা গেল শ্রমিকদের মুখে।গত শুক্রবার বোনাস নিয়ে আলোচনার মাঝে আচমকাই নিরপত্তার অভাব বোধ করছেন এই কথা জানিয়ে ওয়ার্ক সাসপেনশন ঘোষণা করে ছিল ডুয়ার্সের নিদিম গ্রুপের নয়াসাইলি চাবাগান। পুজোর মুখে চাবাগান বন্ধ ঘোষণা হওয়ায় অথৈজলে পড়েন শ্রমিকরা।প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাগান খোলার বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়। শনিবার মালে সহকারী শ্রম আধিকারিক প্রনব কুমার দাস দুই চাবাগান কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় নয়াসাইলি চাবাগান নিয়ে জেলা শ্রম দপ্তরে রবিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।সেই মতো রবিবার জেলা শ্রম আধিকারিকের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শুরু হয়। টানা বৈঠকে চলার পর চাবাগান কর্তৃপক্ষ বাগান খুলতে সম্মত হয় এবং ১৫.৫০ হারে বোনাস দিতে রাজী হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৭ অক্টোবর ঘোষিত বোনাস দিয়ে দেওয়া হবে।মালের শ্রম আধিকারিক প্রনব কুমার দাস জানান, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।বোনাস দেওয়া হবে ১৫.৫০ শতাংশ হারে।

আলু ভর্তি পিকআপ ভ্যান খারাপ

মালদা ঃ মাঝ রাস্তায় দুটি আলু ভর্তি পিকআপ ভ্যান খারাপ। মুহুতেই মধ্যেই আবার সেখানে গর্তে ঢুকে পড়ে আরেকটি পিকআপ ভ্যানের চাকা। যারফলে মঙ্গলবার অফিস টাইমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মালদার চাঁচল হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক। রানীকামাত এলাকার রাস্তায় যানজটে আটকে পড়েন মালদা জেলা পরিষদের সদস্যা মর্জিনা খাতুন। তিনি বলেন, প্রায় একবছর ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে জাতীয় সড়ক। সংস্কারের বিষয়টি সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানাব। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,কয়েকদিন আগে নামমাত্র ইট সোলিং করে সংস্কার করা হয়েছে জাতীয় সড়ক।বিভিন্ন অংশে এখনো গর্ত হয়ে রয়েছে।জমে রয়েছে জল।হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে।রাস্তা স্থায়ীভাবে সংস্কারের হেলদোল নেই কারোর।এরপর আমরা বৃহত্তর আঃেদালনে নামতে বাধ্য হব। স্থানীয়দের দাবি,আমরাই একটি গাড়িকে উদ্ধার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছি।যদিও ঘটনাস্থলে পৌঁছাই পুলিশ। দ্রুত উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হলে প্রায় দুই ঘন্টা পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নয়নজুলিতে উল্টে গেল স্কুল ভ্যান, ঘটনায় চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ বলরামপুর রোডে নয়নজুলিতে উল্টে গেল স্কুল ভ্যান, ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা শহর লাগোয়া বলরামপুর রোড নতুন হিমঘর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে উল্টে যায় দিনহাটা সেন্ট মেরি স্কুলের স্কুল ভ্যান।জানা গিয়েছে স্কুল ভ্যানটি তে ৯ জন বাচ্চা ছিল। তবে স্থানীয় যুবকদের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে আটজন বাচ্চাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। আটজন সামান্য আহত রয়েছে। তবে একটি বাচ্চা বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

ফালাকাটা হাটে মার্কেট কমপ্লেক্স ২১০ টি স্টল বিতরণ হলো

আলিপুরদুয়ারঃ ফালাকাটা হাটে মার্কেট কমপ্লেক্স স্টল বিতরণ হলো মঙ্গলবার দুপুরে ড ২১০ টি স্টল এদিন বিতরণ করা হয় ড উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক আর বিমলা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব , রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশিক বড়াইক, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী , ফালাকাটার বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার এবং ফালাকাটা হার্ট ব্যবসায়ীড উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আরএমসি, জেলা পরিষদ ও ব্লক প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় এই মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছেড

টেন্ডার জমা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ

মালদা ঃ বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির টেন্ডার জমাকে কেন্দ্র করে তৃনমূল, বিজেপি মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদহের বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট বিডিও অফিসে। জানা গেছে এদিন বিজেপি পক্ষ থেকে ঠিকাদার ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বামনগোলা বিডিও অফিসে টেন্ডারের কাগজ জমা দিতে গেলে তৃনমূলের কিছু লোক তাদের বাঁধা দেয় সেই সময় তৃনমূল ও বিজেপি কর্মীরা বিডিও অফিস চত্বরে হাতাহাতি জড়িয়ে পরে। বিজেপি মন্ডল সভাপতি অভিযোগ করে বলেন "এদিন সকালে তাদের ঠিকাদারকে নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিডিও অফিসে টেন্ডারের কাগজ জমা দিতে গেলে তাদের গেটের বাইরে বের করে দেওয়া হয়।অন্য দিকে তৃনমূল কংগ্রেসের অভিযোগ "বিজেপি কিছু নেতা ব্লক চত্বরে তৃনমূলের কিছু লোককে গালি গালাজ করে, তাদের বারন করা হলে বিজেপি কর্মীরা হাতাহাতি জড়িয়ে পরে এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে তৃনমূল ও বিজেপি কর্মীরা বিডিও অফিসে সামনে ঝামেলা ছাড়াই। তৃনমূল বলে সব কিছু নিয়ম কানুন মেনে করা হচ্ছে।

এয়ার ভিউ মোড়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করা হলো সিসিটিভি ক্যামেরা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে লাগানো রঙিন আলোর সাজসজ্জা

শিলিগুড়ি ঃ এয়ার ভিউ মোড়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করা হলো সিসিটিভি ক্যামেরা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে লাগানো রঙিন আলোর সাজসজ্জা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে শিলিগুড়ি শহরের নিরাপত্তাকে আরো জোরদার করতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে শিলিগুড়ি শহরে ১০০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই ক্যামেরার উদ্বোধন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্বক্তগু ট্রাফিক অভিষেক গুপ্তা সহ পুলিশ প্রশাসনে কর্তারা।

মহাসমাবেশের আগে সরকারের দিকে তাকিয়ে কেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় সংগঠন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগ যে ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের জন্য যেসব অঙ্গীকার করেছিলো তার কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। বরং তারা মনে করেন, দেশের সংখ্যালঘুরা এখন 'নিরাপত্তাহীন পরিবেশে'র মধ্যে আছে। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক রানা দাশ গুপ্ত বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, একটি অঙ্গীকারও বাস্তবায়ন করা হয়নি। সরকারি দল বারবার আমাদের উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছে। একটানা অবজ্ঞা অবহেলার মধ্যেই আছে এ দেশের ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এদের গুরুত্ব শুধু ভোটের সময়। এর আগেও না, পরেও না। মি. গুপ্ত বলছেন, এখন ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত তারা দেখবেন যে সরকার আসলে কোন উদ্যোগ নেয় কিনা, না হলে আগামী ১৭ই নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ করে তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। যদিও সরকারের পক্ষে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান কবির বিন আনোয়ার বিবিসিকে বলছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আওয়ামী লীগের দেয়া কয়েকটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে, যা নিয়ে কাজ চলছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চায় না যুক্তরাষ্ট্র, আরব নেতাদের তোপের মুখে ব্লিংকেন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছে আরব দেশগুলো। তবে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করছে যে যুদ্ধবিরতি হলে হামাস পুনরায় সংগঠিত হবে, এবং আবারো সাতই অক্টোবরের মতো হামলা চালাতে পারে সংগঠনটি।

সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র এখন গাজায় কোন যুদ্ধবিরতি চায় না। তবে দেশটি যুদ্ধে মানবিক বিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ইসরায়েল সফরের পর শনিবার জর্ডানের রাজধানী আম্মানে লেবানন, কাতার, জর্ডান, মিশর, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন।

সেখানে আরব নেতাদের তোপের মুখে পড়েন মি. ব্লিংকেন।

জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেছেন, মানুষ হিসাবে, আমরা এই হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারি না। ...এই হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসযজ্ঞকে আমরা কীভাবে ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারি? এটা কোন আত্মরক্ষা হতে পারে না।

সাফাদি সতর্ক করে বলেন, কোন অজুহাতে এই হামলাকে ন্যায়সঙ্গত করা যাবে না এবং এটি ইসরায়েলে নিরাপত্তা আনবে না, ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে না।

মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শুকরি গাজায় কোনো শর্ত ছাড়াই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ব্লিংকেনের সাথে আলোচনার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিমুখী আচরণ থেকে সরে আসতে বলেন।

তবে মি. ব্লিংকেন যুদ্ধবিরতির পরিবর্তে যুদ্ধে মানবিক বিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

তার মতে, এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি অর্জনের বিষয়ে আরব নেতাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত না হলেও তাদের লক্ষ্য একই।

ইসরায়েলের সাথে লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করতে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেবাননের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতির সাথেও দেখা করেছেন। ওই সীমান্ত এলাকায় হেজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুরস্কের এরমধ্যে রবিবার দুই দিনের সফরে তুরস্কে যাচ্ছেন মি. ব্লিংকেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ানের সাথে সংঘাতের বিষয়ে তার আলোচনার কথা রয়েছে।

মি. ব্লিংকেন মূলত তথাকথিত 'মানবিক বিরতি'র বিষয়ে আরবের নেতাদের সাথে কাজ করছেন এবং শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও জানিয়েছেন যে এ বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

এর আগে, শুক্রবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত গাজায় হামাসের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হবে না।

গত সপ্তাহে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান হামাসকে 'মুক্তিবাহিনী' বলে অভিহিত করেছেন এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধাপরাধের' অভিযোগ এনেছেন। প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল তাদের ভূখণ্ড থেকে তুরস্কের কূটনীতিকদের দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হওয়ায় তুরস্ক তাদের দেশে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করেছে।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ক্রমাগত হামলা এবং ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি মানতে অস্বীকৃতি জানানোয় গাজায় যে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার কারণেই এই প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

দুই দেশের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে দেয়া এ পদক্ষেপ তুরস্ক এবং ইসরায়েলের মধ্যে একটি উদীয়মান উত্তেজনাকে ইঙ্গিত করছে বলে জানা গিয়েছে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান আগেই বলেছিলেন যে তার সরকার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবে।

ইসরায়েল এবং তুরস্কের মধ্যে এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই আঙ্কারায় সফরে যাচ্ছেন মি. ব্লিংকেন।

এদিকে, ইসরাইল উত্তর গাজা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করলেও সেখানে এখন সাড়ে তিন থেকে চার লাখ লোক অবস্থান করছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার দক্ষিণাঞ্চলেও হামলা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গাজার কোনো অংশই এখন নিরাপদ নয় বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ক্রমাগত গাজা উপত্যকার পশ্চিম ও পূর্ব অংশে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

এমন অবস্থা দেখে গাজায় অবস্থানরত বিবিসির সংবাদদাতা রুশদী আবু আলুফ মনে করছেন এভাবে গাজার বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করতে চাইছে ইসরায়েলি বাহিনী।

বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যান গাজায় প্রবেশ করেছে এবং পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গাজার ওই অঞ্চলটি আকার এবং জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড়।

এভাবে গাজা শহরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বিবিসি সংবাদদাতা।

সেখানে আল কুদস হাসপাতালের চারপাশে বিমান হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

যেখানে ইতোমধ্যে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত লোক নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে এসেছে। এভাবে হামলা চালিয়ে বেসামরিক নাগরিকদের আবারও দক্ষিণে এবং গাজা শহর থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বলেছে যে রবিবার হাসপাতালের কাছে হামলায় ২১ জন আহত হয়েছেন।

বিবিসির বিভিন্ন ফুটেজে হাসপাতালের আশপাশের ভবন ও রাস্তার ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দেখা যায়।

এদিকে, গাজায় স্থানীয় হামাস কর্তৃপক্ষের মতে, গাজা সিটি এবং গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল ও গ্রামগুলোয় যেখানে ইসরায়েলি সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, সেখানে এখনও কয়েক হাজার মানুষ অবস্থান করছে।

ওইসব এলাকায় পানি, বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সেবা বিপর্যয়ের কারণে মানবিক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

উত্তরাঞ্চলে সাত সন্তানের মা সুহিয়ার আল লুহ বিবিসিকে বলেছেন,আমরা অপরিস্কার পানি পান করি। আমরা প্রতিদিন এক বেলা খাবার খাই - তাও সেটা টিনজাত টুনা বা টিনজাত মটরশুটি।

কখনও কখনও আমি পুরানো কাঠ পুড়িয়ে চুলায় কিছু মসুরের ডাল রান্না করি। আমাদের ছাদে সোলার প্যানেল আছে যাতে আমরা আমাদের ফোন চার্জ করতে পারি।

ইসরায়েলি বাহিনীর লক্ষ্য আল শিফা হাসপাতাল বলে মনে করা হচ্ছে, যা গাজা শহরের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। চলমান যুদ্ধের কারণে গাজায় প্রায় ১৫ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত।

এরমধ্যে সাত লাখ ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় ইতোমধ্যে ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশি মানুষ অবস্থান নিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে নতুন করে আর কাউকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

যারা আছেন তাদের সবাইকে সেবা দেয়াও দুরূহ হয়ে পড়েছে। অল্প জায়গায় এতো মানুষ গাদাগাদি করে থাকায়গুরুতর স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

বিশেষ করে ইসরায়েলের হামলায় বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামোর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে।

এদিকে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বলছে যে তারা গাজায় মেডিকেল টিমদের মানসিক চাপ কমানোর জন্য প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা দিতে কাজ করছে।

এজন্য সংস্থাটি আল কুদস হাসপাতালে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রেখেছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে গত সাতই অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৯,৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এদিকে মি. ব্লিংকেন মিশরের রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজা উপত্যকায় সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো কথা বলেছেন।এখন শুধুমাত্র সীমিত পরিমাণে ত্রাণ গাজায় সরবরাহ করা হচ্ছে। ইসরায়েল অবরোধ ঘোষণার এ সপ্তাহের মাথায় গাজায় বিদ্যুৎ, খাদ্য এবং জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

ইসরায়েলগাজা যুদ্ধের চার সপ্তাহ, নতুন যে পাঁচটি বাস্তবতা সামনে এসেছে

ইসরায়েল ঃ আমাদের সবার আগে একটা জিনিস বোঝা জরুরী - গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে যতো প্রতিবেদন, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আমরা দেখছি এর কোনটিই ঠিক পুরো গল্প বলছে না। শুধু তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে আসলে কী ঘটছে সেটা বের করাও কঠিন। ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘাতের নতুন চেহারা এখনো ফুটে ওঠেনি। এখনো ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার যে শঙ্কা সেটাও এখন পর্যন্ত খুবই বাস্তব বলে মনে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের নতুন বাস্তবতা এর মধ্যেই কোথাও আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কী এবং কীভাবে হবে , সেসব নির্ভর করছে এ বছর ও পরবর্তীতে যুদ্ধটা কোনদিকে যায় তার উপর। এখানে কিছু জিনিস রয়েছে যা আমরা জানি এবং কিছু আছে যা আমরা জানি না। তালিকাটা এখনো সম্পূর্ণ নয়। ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণের সময় কিছু লোক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে ব্যঙ্গ করেছিল। কারণ তিনি সেখানে 'অজানা অজানার' কথা বলছিলেন। পৃথিবীর এই অংশে সেগুলো খুব ভালোভাবেই আছে, আর যখন পুরো মাত্রায় ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর প্রায় ৯৭০০ জন বেসামরিক নাগরিক সেখানে মারা গিয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের কিছু মৃত্যুর মধ্যে হয়তো হামাসও আছে। কিন্তু সেটা যদি সর্বোচ্চ ১০ শতাংশও হয়, যেটার সম্ভাবনা খুবই কম, তারপরও দেখা যায় রাশিয়া ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে যতজনকে হত্যা করছে ইসরায়েলিরা ঠিক সেই পরিমাণ বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে যাচ্ছে ১ মাসের মধ্যেই। (জাতিসংঘ জানিয়েছে ইউক্রেনের এই হিসাবটা অসম্পূর্ণ এবং বেসামরিক নাগরিক মৃত্যুর সংখ্যা আরেকটু বেশি হবে, এদিকে গাজার মৃতের সংখ্যাও বাড়বে কারণ অনেক ফিলিস্তিনি এখনও ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে)

জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস বলছে, ইসরায়েলি বিমান হামলায় এত বেশি পরিমাণ বেসামরিক নাগরিক মারা যাচ্ছে বা আহত হচ্ছে যে তারা মনে করছে এই হামলাগুলো খুবই বিশৃঙ্খলভাবে করা হচ্ছে, যা যুদ্ধপরাধের সামিল।

তারা বের হবে তখন তারা একটা বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। একটা বিষয় নিশ্চিত আর সেটা হল গাজায় হামাস ও তাদের অনুজ সঙ্গী ইসলামিক জিহাদকে নির্মূল করার জন্য যে সামরিক অভিযান চলছে সেটাতে সাধারন ইসরায়েলিদের সমর্থন আছে। তাদের ক্ষোভের পেছনে কারণ হল, হামাসের অকস্মাৎ এক নজিরবিহীন হামলা যা কেড়ে নেয় ১৪০০ মানুষের প্রাণ এবং একই সাথে আরও ২৪০ জনকে বন্দি করে নিয়ে যায় গাজায়।

আমি দেখা করি নোয়াম তিবনের সাথে, যিনি ইসরায়েলের একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। তার কাছ থেকে শুনি যে কীভাবে তিনি ৭ই অক্টোবরে হামাসের ঐ হামলার দিন তার স্ত্রীকে নিয়ে গাজা সীমান্তের ছোট্ট একটা শহর নাহাল ওজে গিয়েছিলেন।

তার মিশন ছিল তার ছেলে, ছেলের স্ত্রী এবং তাদের দুই কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করা, যারা হামাস বন্দুকধারীদের হামলা থেকে বাঁচতে সেফ রুমে আশ্রয় নিয়েছিল। মি. তিবন তাদের সফলভাবেই উদ্ধারে সমর্থ হন।

নোয়াম তিবন অবসর নিলেও এই ৬২ বছর বয়সেও তিনি যথেষ্টই ফিট। সেদিন তিনি একটা অ্যাসাল্ট রাইফেল ও এক মৃত ইসরায়েলি সৈন্যর মাথার হেলমেট নিয়ে একদল যোদ্ধাকে জড়ো করেন, তাদের শহর নিরাপদ রেখে তার পরিবার ও আরও অনেকের জীবন বাঁচান।

এই জেনারেল খানিকটা প্রথাগত ধাঁচের এবং সোজাসাপ্টা কথা বলেন।

গাজা ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে...কোন জাতিই এটা মেনে নেবে না যে আপনার প্রতিবেশি এসে আপনাদের শিশু, নারী ও মানুষদের হত্যা করবে। যেভাবে আপনারা (ব্রিটিশ) ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুদের খতম করেছিলেন, ঠিক সেটাই আমাদের এখন গাজাতে করতে হবে, ক্ষমার কোন সুযোগ নেই।

কিন্তু আমি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেই - যেসব নিরীহ বেসামরিক ফিলিস্তিনি মারা যাচ্ছে তাদের কী হবে?

দুর্ভাগ্যবশত এটা ঘটছে। আমরা কঠিন প্রতিবেশিদের সাথে থাকি এবং টিকে থাকতে হলে আমাদেরও কঠোর হতে হবে। আর কোন উপায় নেই।

আরো অনেক ইসরায়েলি এই ভাবনা মনে পোষণ করেন যে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এটা ঘটছে হামাসের কারণে।

এটাও স্পষ্ট যে গাজায় হামাসের ওপর ইসরায়েলের হামলা ভয়াবহ রক্তপাত ঘটাচ্ছে। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ফিলিস্তিনি মৃত্যুর সংখ্যা নয় হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই নারী ও শিশু। এটা পরিস্কার নয় যে যেসব মানুষ মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে কতজন বেসামরিক নাগরিক আর কতজন হামাস বা ইসলামিক জিহাদের যোদ্ধা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ইসরায়েলিরাও স্বাস্থ্য মন্ত্রলায়ের এই হিসাব বিশ্বাস করে না। কিন্তু অতীতের সংঘাতগুলোতে ফিলিস্তিনি হতাহতের যে সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে সেটা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা নির্ভুল বলে গণ্য হয়।

একটা মাইলস্টোন এখন চোখের সামনে। জাতিসংঘের হিসেবে ২১ মাস আগে রাশিয়ার হামাসের হামলার একেবারে প্রথম দিন থেকে ইসরায়েল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে হামাসকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনও সেটিতে সমর্থন দিয়েছেন। তবে তিনি এটাও যুক্ত করেন যে 'সঠিক পন্থায়' এটি করতে হবে। যার মানে তিনি বুঝিয়েছেন যে ইসরায়েলকে বেসামরিক নাগরিক রক্ষায় যুদ্ধের নীতি মেনে চলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তেল আবিবে গিয়েছেন। সেখানে যাওয়ার আগে তিনি বলেন, আমি যখন একটা ফিলিস্তিনি শিশু - ছেলে বা মেয়েকে দেখি যে ভবনের ধ্বংসস্তুপ থেকে টেনে বের করা হচ্ছে সেটা আমাকে ততটাই আঘাত করে যতটা আমি ইসরায়েলি বা অন্য যে কোন শিশুদের বেলায় অনুভব করি।

আমি গত ৩০ বছরে ইসরায়েলের সবগুলো যুদ্ধে রিপোর্ট করেছি। কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রশাসক এভাবে প্রকাশ্যে বলছে ইসরায়েলকে যুদ্ধের নীতি মেনে চলতে। ব্লিঙ্কেনের সফর ইঙ্গিত দেয় যে তার বিশ্বাস ইসরায়েলিরা বাইডেনের পরামর্শ মানছে না।

আরেকটা জিনিসও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ভীষণ চাপের মধ্যে আছেন।

যদিও তিনি ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর প্রধানদের মতো গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েল সীমান্তে যে মারাত্মক নিরাপত্তা বিপর্যয় ঘটেছে সেই ব্যর্থতার কোন ব্যক্তিগত দায়ভার স্বীকার করেননি।

গত রোববার, ২৯শে অক্টোবর তার একটা টুইট আলোচনার ঝড় তোলে। যেখানে তিনি গোয়েন্দা সংস্থাকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত করেন। তবে পরে মি. নেতানিয়াহু টুইটটি মুছে দেন ও ক্ষমা চান।

তিনজন ইসরায়েলি - যাদের একজন সাবেক শান্তি মধ্যস্ততাকারী, আরেকজন শিন বেতের (ইসরায়েলের ঘরোয়া নিরাপত্তা সংস্থা) সাবেক প্রধান এবং একজন প্রযুক্তি ব্যবসায়ী। তারা ফরেন অ্যাফেয়ার্সে জার্নালে একটা নিবন্ধ লেখেন। যেখানে তারা বলেন, এই যুদ্ধ ও আগামীর দিনগুলোতে মি. নেতানিয়াহুর কোনভাবেই জড়িত থাকা উচিত হবে না।

নোয়াম তিবন ইসরায়েলের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নেতানিয়াহুকে তুলনা করেন নেভিল চেম্বারলিনের সাথে, যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৪০ সালে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার জায়গায় আসেন উইনস্টন চার্চিল।

তিবন আমাকে বলেন, ইসরায়েল রাষ্ট্রের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এটা ছিল সামরিক ব্যর্থতা, গোয়েন্দা ব্যর্থতা। এবং এটা সরকারেরও ব্যর্থতা...বিশেষ করে যিনি দায়িত্বে আছেন এবং এর সব দায়ভার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে নিতে হবে, তিনি প্রধানমন্ত্রী..আর তিনি ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই ব্যর্থতার মূল হোতা।

এটাও পরিস্কার যে আগের সবকিছুই ভেঙে পড়েছে। আগেও খুব ভালো কিছু ছিল না, বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল, কিন্তু তারপরও একটা পরিচিত স্থিতবস্থা বজায় থাকতো। ২০০৫ সালের দিকে শেষ ফিলিস্তিনি বিদ্রোহের সমাপ্তির পরে একটা কাঠামো তৈরি হয় যেটা মি. নেতানিয়াহু বিশ্বাস করেন যে অনির্দিষ্টকালের জন্য টিকিয়ে রাখা যাবে।